ইসরায়েলের বাধায় হজে যেতে পারছে না গাজার বাসিন্দারা

সারে-জমিন

৪ বছরের শিশুর দেহে ধরা পড়ল বার্ড ফ্লু

রূপসী বাংলা

মোদির সঙ্গে আরএসএসের দূরত্ব কি আরও বাড়বে

সম্পাদকীয়

মহানবী সা. যেসব সংস্কার করেছিলেন হজ ব্যবস্থাপনায়

দাওয়াত

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
১৩ জুন, ২০২৪
৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
৬ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

১ রান করতে ১৭ বল, নামিবিয়া অধিনায়কের বিশ্ব রেকর্ড

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 160 ■ Daily APONZONE ■ 13 June 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

কৃষক বন্ধু প্রকল্পে কৃষকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান শুরু মুখ্যমন্ত্রীর

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে তৃণমূল সাংসদ দলকে পাঠানোর পর এবার পশ্চিমবাংলার কৃষকদের জন্য সুখবর দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা ভোট চলাকালীন রাজ্যে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে রবি শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়। কিন্তু সেসময় আদর্শ আচরণ বিধি চালু থাকায় কৃষকদের জন্য কোনও ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট মিটে যাওয়ার পর এবার কৃষক বন্ধু প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করলেন।

লোকসভা ভোটের কারণে নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু থাকায় এতদিন আর্থিক সাহায্য দিয়ে পাশে থাকতে পারছিলেন না। এবার ভোট মিটতেই কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের কাজ শুরু করলেন তিনি।

বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে তিনি জানিয়েছেন, চলতি রবি মরশুমে প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য বহু কৃষকের চাষের কাজে ক্ষতি হয়েছে। বাংলা শস্য বিমার আওতায় এবার তাঁদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া শুরু হল। এদিন দু'টি পোস্টে তিনি লেখেন, এটা অত্যন্ত আনন্দের যে আজ কৃষকবন্ধু (নতুন) প্রকল্পে রাজ্যজুড়ে ১ কোটি ৫ লক্ষ কৃষক ও বর্গাদারকে ২ হাজার ৯০০কোটি টাকা সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি আমরা 'বাংলা শস্য বীমা'র আওতায় সারা রাজ্যের ২ লক্ষ ১০ হাজার কৃষককে সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২৯৩ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তাও প্রদান শুরু করলাম। তিনি আরও লেখেন, চলতি রবি মরশুমে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে যে সকল কৃষকের চাষের ক্ষতি হয়েছিল তাঁদের এই সহায়তা করা হচ্ছে । আমাদের সরকার 'বাংলা শস্য বিমা' চালু করার ফলে ফসল নষ্ট হয়ে গেলেও আমাদের কৃষকরা এভাবেই আর্থিক ক্ষতির থেকে রক্ষা পাচ্ছেন। এজন্য তাদের কোনও টাকা দিতে হচ্ছে না । শস্যবিমার প্রিমিয়ামের পুরো টাকাও রাজ্য সরকারই দিচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিপূরণের খতিয়ান তুলে ধরে লেখেন, ২০১৯সালে চালু হওয়ার পর থেকে 'বাংলা শস্য বিমা' প্রকল্পে ১কোটি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে মোট ৩,১৩৩ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আমি মোদির মতো নই, আমার ঈশ্বর জনগণ: রাহুল গান্ধি

আপনজন ডেস্ক: কেরালায় গিয়ে ভোটারদের ধন্যবাদ জানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এবার লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণের ওয়েনাড আসন থেকে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন তিনি। এই আসনে সিপিআই প্রার্থী অ্যানি রাজাকে ৩ লাখ ৬৪ হাজার ৪২২ ভোটে হারিয়েছেন রাহুল।

জয় পাওয়ার পর বুধবার প্রথম কেরালায় গেলেন রাহুল গান্ধী। সেখানে তিনি মালাপপুরামে জনসমাবেশে ভাষণ দেন। সেখানে রাহুল গান্ধী বলেন, 'আমার সামনে উভয়সংকট।...আমি কি ওয়েনাড আসনের সংসদ সদস্য, নাকি রায়বেরিলির?' উল্লেখ্য, উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলি থেকেও রাহুল জয়ী হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিদ্রূপ করে রাহুল গান্ধী বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমি প্রধানমন্ত্রীর মতো নই, আমি ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত নই। আমি একজন মানুষ। আপনারা দেখবেন, মোদি বলেছিলেন, নির্বাচনে তাঁরা ৪০০ আসন পাবেন, পরে বললেন ৩০০ আসন পাবেন। এরপর যখন সেটির সম্ভাবনাও নেই হয়ে গেল, তখন বলতে শুরু করলেন, তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত। তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নেন না। তাঁর ঈশ্বর সব সিদ্ধান্ত নেন। মোদিজির অদ্ভুত "পরমাত্মা" তাঁকে আদানি-আম্বানির পক্ষে সব সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। "পরমাত্মা" তাঁকে মুম্বাই বিমানবন্দর, লক্ষ্ণৌ বিমানবন্দর ও বিদ্যুৎকেন্দ্র আদানিকে দিতে বলে। রাহুল গান্ধী বলেন, ভারতের দরিদ্র জনগোষ্ঠী আমার ঈশ্বর। আমার ঈশ্বর ওয়েনাডের জনগণ। এটি আমার জন্য খুবই সহজ। আমি আমার জনগণের সঙ্গে কথা বলি এবং আমার ঈশ্বর আমাকে বলে দেন কী করতে হবে। এখন ওয়েনাড বা রায়েবেরিলি প্রশ্নে ফিরে আসি। আমি আপনাদের যে প্রতিশ্রুতি দেব, তাতে ওয়েনাড ও রায়বেরিলি উভয়ই খুশি হবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে রাহুল আরও বলেন, নির্বাচনের পর আপনারা দেখলেন, প্রধানমন্ত্রী সংবিধানকে কপালে ছোঁয়াচ্ছেন। কংগ্রেসের এই নেতা বলেন, 'কেরালা, উত্তর প্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্যের জনগণ প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে তিনি ভারতের জনগণকে হুকুম দিতে পারেন না। ভারতের জনগণ প্রধানমন্ত্রীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে সংবিধান আমাদের কণ্ঠস্বর এবং সংবিধানে হাত দেবেন না।'

রাহুল বলেন, অযোধ্যায় হেরেছে বিজেপি। অযোধ্যার মানুষ একটি বার্তা দিয়েছে, তা হল ভালোবাসার কাছে ঘৃণা পরাজিত হয়েছে, বিনয়ের কাছে অহংকার পরাজিত হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাহুল বলেন, 'দিল্লিতে যে সরকার গঠিত হচ্ছে, তা হলো খুঁড়িয়ে চলা সরকার। বিরোধীদের কাছে সজোরে ধাক্কা খেয়েছে বিজেপি। আপনারা দেখবেন, নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। কারণ, জনগণ তাঁকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন।

চারবারের মুখ্যমন্ত্রী পদে চন্দ্রবাবু নাইডু

আপনজন ডেস্ক: তেলুগু দেশম পার্টির সুপ্রিমো এন চন্দ্রবাবু নাইডু বুধবার চতুর্থবারের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন। জনসেনা প্রধান, অভিনেতা পবন কল্যাণও নাইডু মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। চন্দ্রবাবু নাইডুর ছেলে নারা লোকেশও মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল এস আবদুল নাজির মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভাকে শপথবাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তাঁর মন্ত্রিসভার সহকর্মী অমিত শাহ, নিতিন গড়করি, জেপি নাড্ডা এবং আরও বেশ কয়েকজন নেতা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

নাইডু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর চতুর্থ মেয়াদ শুরু করলেন। এই রেকর্ড গড়তে গিয়ে তিনি ভেঙে দিলেন তাঁর শ্বশুর তথা দলের প্রতিষ্ঠাতা তথা রাজ্যের তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী এনটি রামা রাওয়ের গড়া রেকর্ড। তাঁর প্রথম মেয়াদে, যা ১৯৯৫ সালে শুরু হয়েছিল, নাইডু হায়দ্রাবাদে এখন সমৃদ্ধ সফটওয়্যার শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি ২০২০ সালের মধ্যে শহরটিকে 'সাইবারাবাদ' বানাতে চেয়েছিলেন। ২০২৪ সালে অর্থ তছরুপের মামলায় তিনি কারাগারে ছিলেন।

হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যে থাকার মেয়াদ বৃদ্ধি কেন্দ্রীয় বাহিনীর

আপনজন ডেস্ক: ভোট পরবর্তী সময়ে রাজ্যে হিংসা অব্যাহত থাকতে পারে এই আশঙ্কাকে মান্যতা দিয়ে রাজ্য জুড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকার আরও দু'দিন বাড়ানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি হরিশ ট্যাণ্ডন ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যর ডিভিশন বেঞ্চ বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রাজ্যে থাকার মেয়াদ বৃদ্ধি করেই ক্ষান্ত থাকেনি হাইকোর্ট, একই সঙ্গে রাজ্য পুলিশ একইভাবে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবে বলে জানিয়েছে।

অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক চক্রবর্তী বলেন, ভোট পরবর্তী হিংসার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা ১৯ জুন পর্যন্ত করা হয়েছে। হাইকোর্ট নির্দেশ দিলে আরও বেশিদিন কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখতে অসুবিধা নেই।

১৮ জুন এই মামলার পরবর্তী শুনানিতে রাজ্য তাদের রিপোর্ট পেশ করবে । সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখে পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আরও প্রয়োজন কি না, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।

এ দিন মামলার শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, 'কয়েকদিন আগেই হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ডিজির কাছে ই-মেলের মাধ্যমে বেশ কিছু অভিযোগ ইতিমধ্যেই দায়ের হয়েছে।' সেই ব্যাপারে আদালতকে জানাতে আগামিকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সময় চান তিনি।

অন্যদিকে বিরোধী দলনেতার তরফে আইনজীবী সৌম্য মজুমদার বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা প্রয়োজন রাজ্যে। যাতে সাধারণ মানুষের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা যায় । আইন অনুযায়ী পরিস্থিতির প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা রাখা যেতে পারে ।

সবপক্ষের বক্তব্য শোনার পর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশে জানায়, ভোট পরবর্তী হিংসার কথা মাথায় রেখেই আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন ।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● রায়গঞ্জ

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির মঞ্চে আবারও উত্তেজনার ঝড়। ১০ জুলাই সোমবার পশ্চিমবঙ্গের চারটি বিধানসভার উপনির্বাচনের ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে উঠেছে সব রাজনৈতিক দল। এর মধ্যে রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রটি অন্যতম। এই কেন্দ্রে কে প্রার্থী হবেন, সেই নিয়ে চলছে ব্যাপক জল্পনা। রায়গঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচন নিয়ে আলোচনায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে চলছে গভীর আলোচনা ও ভাবনা। স্থানীয় মানুষের মধ্যে উত্তেজনা আর কৌতূহল চরমে। রায়গঞ্জের বিভিন্ন স্থানে চলছে রাজনৈতিক আলোচনা, চায়ের দোকান থেকে শুরু করে বাজারের কোণে কোণে। এই সময়ে উত্তর দিনাজপুর তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়া লাল আগরওয়ালের সাথে দেখা করলেন রায়গঞ্জ পৌরসভার পৌর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস। এই সাক্ষাৎকার নিয়ে চলছে জল্পনা।

জাল নোটসহ ধৃত ধুলিয়ানে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: এসটিএফ এবং সামশেরগঞ্জ থানার যৌথ তৎপরতায় জালনোট উদ্ধার। মঙ্গলবার রাতে সামশেরগঞ্জের ধুলিয়ান পুরসভা সংলগ্ন এলাকা থেকে ৯৮ হাজার ৫০০ টাকার জালনোট সহ গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক যুবককে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই যুবকের নাম সানাউল শেখ(২১)।
তার বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর এলাকায়। বাজেয়াপ্ত হওয়া টাকা গুলো সব কটিই ৫০০ টাকার নোট বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। রাতেই জালনোট সহ ধৃতকে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসটিএফ। বুধবার ওই যুবককে আদালতে পাঠায় পুলিশ। কোথা থেকে জালনোট গুলো নিয়ে এসে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল ধৃত যুবক তার তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

বাঁকুড়ায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া
সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: বাজ পড়ে বাঁকুড়ায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল তিন। গতকাল সন্ধ্যার মুখে পৃথক তিনটি বজ্রপাতের ঘটনায় বাঁকুড়া সদর থানার আঁকুড়াবাইদ গ্রামে, মেজিয়া থানার তারাপুর গ্রামে ও জয়পুর থানার জুজুড় গ্রামে মোট তিন জনের মৃত্যু হয়। জয়পুরের জুজুড় গ্রামে সরকারি জল প্রকল্পের কাজে যুক্ত মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় আহত হয়েছেন ওই একই কাজে যুক্ত আরেক পরিযায়ী শ্রমিক। জানা গেছে গতকাল সন্ধ্যার মুখে নিজের বাড়ির উঠোনে গরু বাঁধার সময় বজ্রপাতে মৃত্যু হয় বাঁকুড়া সদর থানার আঁকুড়াবাইদ গ্রামের গৃহবধূ পূর্ণিমা বাউরী। স্থানীয় একটি পুকুর থেকে স্নান করে বাড়িতে ফেরার পথে বজ্রপাতে মারা যান মেজিয়া থানার তারাপুর গ্রামের বাসিন্দা তৃপ্তি সরকার। বজ্রপাতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের জুজুড় গ্রামেও। জানা গেছে মাস দেড়েক আগে সরকারি জল প্রকল্পে পাইপ লাইন বসানোর কাজে স্থানীয় কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের রানীতলা এলাকা থেকে জয়পুরে এসেছিলেন বছর ২৫ এর জনি শেখ। কথা ছিল আগামী ১৫ জুন বকরি ঈদ উপলক্ষে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও ফিরে যাবেন মুর্শিদাবাদে নিজের বাড়িতে। কিন্তু তাঁর আর বাড়ি ফেরা হলনা। জানা গেছে গতকাল সন্ধ্যার মুখে যখন অন্যান্য ৫ জন শ্রমিকের সাথে জয়পুর থানার জুজুড় গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় পাইপ লাইন বসানোর কাজ করছিলেন বছর পঁচিশের জনি শেখ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হলেও তাঁরা কাজ বন্ধ করেননি। আচমকাই বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই জনি শেখ সহ লুটিয়ে পড়েন তিন শ্রমিক। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে জনি শেখকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘটনায় আহত অপর এক পরিযায়ী শ্রমিকের এখনো চিকিৎসা চলছে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। একই গ্রামের আরও তিন শ্রমিক গুরুতর জখম অবস্থায় বাঁকুড়ায় চিকিৎসাধীন রয়েছে। মৃত জনি শেখের বিয়ে হয়েছিল কিছুদিন আগেই। সংসারের হাল টানতে ভিন জেলায় কাজে গিয়ে বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু হওয়ায় এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

গরমে শিক্ষার্থীদের স্বস্তি দিতে লেবুজল বিতরণ শিক্ষকদের

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: গ্রীষ্মকালীন দীর্ঘ ছুটির পর চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে খুলে গেছে বিদ্যালয় গুলি। এখনও পুরোপুরি কমেনি দাবদাহ। গরমে বেশ হাঁসফাঁস অবস্থা শিক্ষার্থীদের। একটু স্বস্তি দিতে তাই শিক্ষকদের পক্ষ থেকে গলা ভেজানোর চেষ্টা করেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের নারায়ণপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়(পুরাতন)।
১১ জুন মঙ্গলবার থেকে এই বিশেষ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আবহাওয়া কিছু টা শীতল না হওয়া প্রর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে।
বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ আপনজন প্রতিনিধি কে বলেন, "দীর্ঘ গরমের ছুটির পর ৩ তারিখ থেকে বেশ কিছু স্কুল খুলে গেছে। কিন্তু তাপপ্রবাহ চলছে। ছাত্রছাত্রীদের একটু স্বস্তি দিতে ভাঙরের নারায়ণপুর হাই স্কুল (পুরাতন) এর সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকার উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের ঠান্ডা লেবু নুন চিনি মিশ্রিত জল দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ছেলেমেয়েরা একটু হলেও স্বস্তি পেয়েছে। আবহাওয়া একটু আরামদায়ক না হওয়া পর্যন্ত এই উদ্যোগ জারি থাকবে।"

ওবিসি সংরক্ষণ বাতিলের বিরুদ্ধে ডেপুটেশন সংখ্যালঘু দফতরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের নির্দেশে ওবিসি সংরক্ষণ বাতিল ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং এ বিষয়ে সরকারের সদর্থক ভূমিকা নেওয়া ও মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে বেঙ্গল মাদ্রাসা ফোরামের রাজ্য সভাপতি ঈশারুল হকের নেতৃত্বে বুধবার নবান্ন সংখ্যালঘু দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পি বি সেলিমের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এ ছাড়াও রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান ও পুবের কলম পত্রিকার সম্পাদক আহমদ হাসান ইমরান।
এছাড়াও রাজ্য ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এর সেক্রেটারি শ্রী সঞ্জয় বনশালের কাছে এই রেপুটেশন দিয়ে আবেদন জানান।
ওবিসি শুধুমাত্র মুসলমান নয় হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু ছাত্র ছাত্রী থেকে সাধারণ দরিদ্র মানুষ রয়েছেন।সংরক্ষণ বাতিল হলে এই সম্প্রদায়েরবহু শিক্ষার্থী থেকে বেকার যুবকগণ উচ্চ শিক্ষালাভ ছাড়াও চাকুরী থেকে বঞ্চিত হবে।বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্বিদ্যালয়ে ভর্তি ছাড়াও চাকুরী ক্ষেত্রে বয়সের ছাড় ও আবেদন করার ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।ফলে সমাজের একটা বৃহত্তর অংশ ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের আগামী প্রজন্ম চরম বঞ্চনার শিকার হয়ে সমাজের মূল স্রোত থেকে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে প্রতিনিধিগণ আশঙ্কা প্রকাশ করেন । এবং এ বিষয়ে লিখিত আবেদনে সরকারের সুদৃষ্টি আরোপ করতে আবেদন করেন ।
সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব এ এইচ ইমরান বলেন, আপনাদের এই আবেদন পত্র এবং উদ্বেগ ও আশঙ্কা নিয়ে সত্বর মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আজকের ডেপুটেশনে এই প্রতিনিধি দলে জনাব ঈশারুল হক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ফোরামের রাজ্য সম্পাদকমীর রবিউল ইসলাম - রাজ্য সম্পাদক মহ: কাইসার রসিদ রাজ্য কোষাধ্যক্ষ ও আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাইফুল্লাহ সাহেব ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও লেখক এবং মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এস এম শামসুদ্দিন প্রমুখ।

কালিয়াচকে ৪ বছরের শিশুর দেহে ধরা পড়ল বার্ড ফ্লু ভাইরাস

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা কালিয়াচক ১ নম্বর ব্লকের আলিপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শেরশাহী মিস্ত্রি টোলার চার বছর বয়সী এক শিশুর শরীরে H9N2 বার্ড ফ্লু ভাইরাস ধরা পড়ল। এর আগে ২০১৯ সালে শেষ বারের মতো বাংলাদেশের একজনের শরীরে এবং ভারতের পুনেতে এই ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা দিয়েছিল। এরপর মালদার কালিয়াচকে চার বছর বয়সী এই শিশু পুত্রের শরীরে মিলল H9N2 ভাইরাস।
এই বিষয়ে মালদা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জ্বর এবং পেটে ব্যথা নিয়ে গত ২৬ শে জানুয়ারি মালদা কালিয়াচকের চার বছরের এক শিশু পুত্র ভর্তি হয়েছিল মালদা মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রায় একমাস চিকিৎসা চলার পর মার্চ মাসে তাকে কলকাতার নীলরতন হাসপাতালে রেফার করা হয়।
নীলরতন হাসপাতলে ওই শিশুর সমস্ত ধরনের পরীক্ষার রিপোর্ট পজেটিভ না আসায় শেষে ওই শিশুর স্যামপেল পাঠানো হয় পুনেতে। ওই শিশুর রিপোর্ট রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে এসে পৌঁছায় আজ। সেখানে চার বছর বয়সী ওই শিশুর শরীরে এইচ৯এন২ (9H9N2) ভাইরাস ধরা পড়ে। এই ভাইরাস সাধারণত দেখা যায় না। এর আগে মহারাষ্ট্রে একবার ধরা পড়েছিল।
সাধারণত এই ভাইরাস মানুষ থেকে মানুষের শরীরে সংক্রমণ হয় না। ওই শিশুর পরিবারে ১৪ জন সদস্য রয়েছে। সকল সদস্যের পরীক্ষা করা হয়েছে। তবে এই ধরনের ভাইরাস ধরা পড়েনি। ওই শিশুটি এবং পরিবারের সকল সদস্য সুস্থ রয়েছে বর্তমানে। আগামীকালই রাজ্যস্বাস্থ্য দপ্তরের একটি টিম মালদায় আসছে। পরের দিন তারা সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করবেন। ছেলের বাবা সাধারণ একজন মাছ বিক্রেতা, দরিদ্র পরিবার। পয়সার অভাবের কারণে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করাতে না পেরে বাড়িতে রেখে অক্সিজেন দিয়ে কোনরকমে শিশুটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে পরিবারের লোকজন।

চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ লাভপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল লাভপুরে, অভিযুক্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন খোদ লাভপুরের প্রাক্তন বিধায়ক মনিরুল ইসলাম,অন্যজন প্রাক্তন প্রধান সুভাষ ব্যানার্জি।এফ আই আর দায়ের হয়েছে লাভপুর থানায়, অভিযোগ দায়ের করেছেন লাভপুরেরই বাসিন্দা সৌরদীপ সরকার নামে এক যুবক।এমনকি তার পরেই অন্যতম অভিযুক্ত লাভপুরের বাবু পাড়ার বাসিন্দা সুভাষ ব্যানার্জিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও জানা গেছে। তবে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই প্রকাশ পেয়েছে চাঞ্চল্যকর আরও একটি তথ্য। ২০১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় সৌরদীপ সরকার লিখিত পরীক্ষা দিলেও উপযুক্ত বয়স না হওয়ার জন্য বাদ পড়েন ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে,একথা জানিয়েছেন তিনি নিজেই।আর এখানেও উঠছে প্রশ্ন তাহলে তিনি লিখিত পরীক্ষা দিলেন কিভাবে? তবে সৌরদীপ সরকার অভিযোগ জানিয়েছেন অভিযুক্ত সুভাষ ব্যানার্জি তার পিতৃ বন্ধু আর সেই সুযোগে তার বাবার কাছে চাকরি করিয়ে দেওয়ার নাম করে প্রথম দফায় আড়াই লক্ষ ও পরে প্রাক্তন বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আরও পাঁচ লক্ষ টাকা নেয়। কিন্তু ইন্টারভিউ-এ বাদ পড়ার পর সেই টাকা আর ফেরত পাওয়া যায়নি এমনকি ওই আঘাত সহ্য করতে না পেরে প্রয়াত হন সৌরদীপ সরকারের বাবা অরুণ সরকার। যদিও চাকরি করিয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠার বিষয়টা লাভপুর এলাকায় প্রথম নয় কিন্তু অন্যতম অভিযুক্তরা যেহেতু প্রাক্তন বিধায়ক ও প্রাক্তন প্রধান তাই এই ঘটনা কে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। যদিও দুজনেই সেইসময় যে রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচনের লড়ে বিধায়ক ও প্রধান হয়েছিলেন, সেই রাজনৈতিক দল অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী দাবি করছেন ওদের সঙ্গে দলের কোন সম্পর্কই নেই। বিগত কয়েক বছর ধরেই শিক্ষক ও বিভিন্ন নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির অভিযোগে সমগ্র রাজ্য তোলপাড়, জেল খাটছেন একাধিক মন্ত্রী থেকে আধিকারিক আর ঠিক সেখানে দাঁড়িয়ে খোদ প্রাক্তন বিধায়ক ও প্রাক্তন প্রধানের বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগ কিন্তু রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ।

'প্রতিভা সন্ধানে'-র নজরুল সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোনারপুর

আপনজন: 'প্রতিভা সন্ধানে' পত্রিকার উদ্যোগে নজরুল ইসলামের ১২৫ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ' নজরুল বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশ ও গুনিজন সংবর্ধনা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫ জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ' প্রতিভা সন্ধানে ' পত্রিকা আয়োজিত গত ৯ ই জুন রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুর, মকরমপুর শিশু বিকাশ একাডেমী বি এড কলেজে অনুষ্ঠিত হল ' নজরুল বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশ,গুনিজন সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সকাল ৯ টা য় নজরুলের প্রতিকৃতি সহ এলাকায় পথ পরিক্রমা র মাধ্যমে শুরু হয় এদিনের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে র মূল মঞ্চে কবি নজরুলের প্রতিকৃতি তে মাল্যদানের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কবি সাহিত্যিক সহ বহু মানুষের আগমন হয়। কবিদের কবিতা পাঠ হয়, চারজন শিক্ষার্থীকে ও গুনীজনদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ/ নজরুল চর্চা কেন্দ্র (বারাসাত) র সভাপতি -ড: শেখ কামাল উদ্দিন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আব্দুর রশিদ মোল্লা, মুন্সী আবুল কাশেম, সান্টু গুপ্ত -সম্পাদক সারা বাংলা নজরুল সাংস্কৃতিক পরিষদ, সমুদ্র বিশ্বাস, শ্রী মন্ত কুমার মন্ডল, গোপালচন্দ্র গায়েন,সিরাজুল ইসলাম ঢালি, আব্দুল করিম, রুহুল আমিন, ড়: মুন্সি রাকিব, অমল নায়েক, এস এম সামসুল ইসলাম, শক্তিপদ গাঙ্গুলি, সাংবাদিক আয়ুব আলি সহ আরো অনেক বিশিষ্ট বর্গ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিভা সন্ধানে পত্রিকার সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা সকল অতিথি ও শুভানুধ্যায়ীদের সাদর শুভেচ্ছা জানান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি দের উত্তরীয়, স্মারক ও স্মারক সম্মাননা পত্র ও' প্রতিভা সন্ধানে বিশেষ নজরুল সংখ্যা' প্রদান করা হয়।

চুরি রুখতে সচেতনতা সভা পুলিশের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বুধবার খয়রাশোল থানার সভাকক্ষে স্থানীয় থানা এলাকার সমস্ত সোনা ব্যবসায়ীদের নিয়ে সতর্কতামূলক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সোনার দোকানদারদের উদ্যেশ্যে জানানো হয় যে,সকল দোকানের মধ্যে সঠিক জায়গায় সি সি টি ভি ও লাইট লাগানো, এ্যালার্ম লাগানো, প্রতিষ্ঠিত দোকানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ করা। পাশাপাশি চোখের সম্মুখে স্থানীয় থানার ফোন নাম্বার রাখা, প্রয়োজন অনুযায়ী যেন সঠিক সময়ে ফোন করে বিপদের কথা থানায় পৌঁছানো যায়। এছাড়াও সোনা কেনার ক্ষেত্রে যেন যাচাই করে সোনা কেনা হয়।সকলরকম প্রয়োজনে থানার সাহায্যে নেওয়া। খয়রাশোল থানা এলাকার বাসিন্দাদের পরিষেবা দিতে সদা তৎপর বলে জানান পুলিশ আধিকারিকেরা।এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডি এস পি ক্রাইম পথিক রায়,দুবরাজপুর সার্কেল ইন্সপেক্টর শুভাশিস হালদার , খয়রাশোল থানার ও সি তপাই বিশ্বাস,এস আই সমীর হালদার ছাড়াও খয়রাশোল থানা এলাকার স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা।

নয়া সাংসদকে সংবর্ধনা ইমাম মুয়াজ্জিনদের

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি বাকিবুল্লা সাহেবের নেতৃত্বে বুধবার তৃণমূল কংগ্রেসের নব নির্বাচিত সাংসদ মথরাপুর লোকসভা কেন্দ্র বাপি হালদার এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করার পাশাপাশি সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপ ব্লকের ইমাম সভাপতি ও মাইনোরিটি সেলের সভাপতি হাফেজ মনোয়ার হোসে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর দু'নম্বর ব্লকের মাইনরিটি সেলের সহ-সভাপতি হাফেজ আইউব, বিষ্ণুপুর ব্লকের ইমাম সভাপতি মাওলানা শফিক,ডায়মন্ড হারবার ইমাম এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে সাজ্জাদ এবং মথুরাপুর ২ নম্বর ইমাম ও মোয়াজ্জিন সহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা বিভিন্ন ব্লক থেকে উপস্থিত ছিলেন। নয়া সাংসদ বাপি হালদার এলাকায় শান্তি রক্ষায় ইমাম মুয়াজ্জিনদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অভিনব বউমা ষষ্ঠী আদক পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বাড়ির জামাইদের ন্যায় বউমাদের মঙ্গল কামনা করে বউমা ষষ্ঠী পালন করল কুলগাছিয়ার আদক পরিবার ।তবে দিন দিন জনপ্রিয়তা লাভ করছে এই বউমা ষষ্ঠীর।বুধবার জামাইষষ্ঠীর দিনেই দ্বিতীয় বর্ষের আদক পরিবারের এমনই অভিনব অনুষ্ঠানের আয়োজন।
উল্লেখ্য,প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে পালন করা হয় জামাইষষ্ঠী। বিবাহিত মেয়ে ও জামাইদের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে ওই বিশেষ দিনে খাওয়ানো ও উপহার তুলে দেওয়ার রীতি রয়েছে।
জামাইদের মঙ্গল কামনা করে জামাইষষ্ঠীর প্রাচীন রীতির পাশাপাশি গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন জায়গায় চালু হয়েছে এই বউমা ষষ্ঠী-র।

ইমাম ও ঈদগা কমিটির সঙ্গে শান্তি বৈঠক থানার

হাসান সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: বুধবার বহরমপুর থানার উদ্যোগে ইমাম ও ঈদগাহ কমিটির ৭০জন সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুলিশের উচ্চ আধিকারিক সহ বহরমপুর থানার আই সি শ্রী সৌনাক তরফদার।
বহরমপুর পৌরসভার ২৮ নাম্বার ওয়ার্ড পৌর সদস্য আবুল কাওসার ঈদুল আযহার উপলক্ষ্যে আগাম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং বার্তা দেন যে ঈদুল আযহা আমাদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব, এই উৎসবে যেন কোনমতেই কারোর জন্য কষ্টদায়ক না হয়, তার জন্য সু বন্দোবস্ত করা ও পরিবেশকে মনোরম রাখার জন্য সব রকমের চেষ্টা করতে হবে । ঈদের দিন কুরবানি করার পরেই উচ্ছিষ্ঠ বস্তু, নির্দিষ্ট স্থানে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করা এবং সকলকে ঐক্য ও এক হয়ে থাকার আহ্বান জানান।
এছাড়াএ পুলিশ অফিসাররা আলোচনা করেন এবং উপস্থিত সকলেই সহমত পোষণ করেন ।

কৃতী মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা মেটিয়াবুরুজে

মনিরুজ্জামান ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়ন দপ্তরের অধীনস্ত পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের ২০২৪ সালের আলিম, ফাজিল,হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় সফল উত্তীর্ণ কৃতী শিক্ষার্থীদের নিয়ে বুধবার বটতলা আইনুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসায় এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা এবং দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলা কমিটি।এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতি ড. আবু তাহের কামরুদ্দিন বলেন, হতাশ হলে চলবে না, হীনমন্যতায় ভুগলে চলবে না। মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরাও যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হতে পারেন সেটা সাম্প্রতিক নিট পরীক্ষার ফলাফলে প্রমাণ করেছেন। প্রাচীন কাল থেকেই মাদ্রাসা শিক্ষা সমাজের সর্বস্তরের জন্য কাজ করে চলেছে। আর এইধরনের সংবর্ধনা শিক্ষার্থীদের আরও বেশি করে উৎসাহিত করবে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি তথা মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অন্যতম সদস্য একেএম ফারহাদ বলেন, তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা রাজ্যব্যাপী সামাজিক কর্মসূচি পালন করে থাকে। উপস্থিত ছিলেন মেটিয়াবুরুজের বিধায়ক আব্দুল খালেক মোল্লা, ডিআই অফ স্কুল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জয়ন্তী জানা,এলাকার কাউন্সিলর আবু তারিক, মহেশতলা পুরসভার উপ পৌরপ্রধান আবু তালেব মোল্লা, শিক্ষক সংগঠনের অন্যতম নেতৃত্ব চম্পক নাগ, মনজুর আহমেদ, আবু সুফিয়ান পাইক, তৌহিদ আহমেদ, মতিয়ার রহমান,বটতলা আইনুল উলুম সিনিয়র মাদ্রাসার সুপার মুফতি আহমাদুল্লাহ, ইবাদুল ইসলাম সহ বিশিষ্টজনেরা।

প্রথম নজর

হজ করবেন ১৩০ বছর বয়সি মহিলা, ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা

আপনজন ডেস্ক: ১৩০ বছর বয়সে পবিত্র হজ করতে সৌদি আরব পৌঁছেছেন এক নারী। গতকাল মঙ্গলবার (১১ জুন) জেদ্দা বিমানবন্দরে সৌদি এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে ওই নারী পৌঁছলে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। এ সময় তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।

সৌদি সংবাদমাধ্যম আল-আরাবিয়ার খবরে বলা হয়, ১৩০ বছর বয়সি ওই নারীর নাম সারহোদা সাতিত।

তিনি আলজেরিয়া থেকে হজ করতে সৌদি আরব পৌঁছেছেন। হজ পালনে প্রবীণ এ নারীর দৃঢ়তা সবাইকে মুগ্ধ করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁর হজযাত্রার প্রশংসা করা হয়।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সের ভিডিওতে দেখা যায়, বিমানবন্দরে ওই নারীকে হুইলচেয়ারে করে নেওয়া হচ্ছে।

এ সময় বিমানবন্দরের কর্মকর্তাদের তাঁকে ফুলের মালা পরিয়ে দিতে দেখা যায়। তখন সংশ্লিষ্টদের কল্যাণ চেয়ে ওই নারী বলতে থাকেন, 'মহান আল্লাহ সৌদি আরব ও এর জনগণের সুরক্ষা করুন।'

হজ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি। আর্থিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম মুসলিম পুরুষ ও নারীর জন্য জীবনে একবার হলেও হজ করা ফরজ।

আগামী শুক্রবার (১৪ জুন) পবিত্র হজের কার্যক্রম শুরু হবে। ১৬ জুন সৌদি আরবে পবিত্র ঈদুল আজহা অনুষ্ঠিত হবে। গত ১০ জুন পর্যন্ত ১৫ লাখ ৪৭ হাজার ২৯৫ জন হজযাত্রী দেশটিতে পৌঁছেন। তাঁরা আকাশ, স্থল ও নৌপথে দেশটিতে প্রবেশ করেন।

ইউরোপে সন্ধান মিলল ভয়ঙ্কর প্রজাতির মশার

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপের ১৩ দেশে বিশেষজ্ঞরা মশার এমন প্রজাতি শনাক্ত করেছেন, যেগুলো ডেঙ্গু জ্বর, চিকুনগুনিয়া ও জিকা ভাইরাসের মতো রোগের বিস্তারের জন্য দায়ী। মশার এই প্রজাতিটি 'এডিস অ্যালবোপিক্টাস বা এশিয়ান টাইগার মসকিউটোস' নামে পরিচিত।

ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর ডিজিস প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল (ইসিডিসি) জানিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি হওয়ায় মশার এই প্রজাতিটি ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ছে।

আগামী মাসের শেষ দিকে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অলিম্পিক গেমস শুরু হতে চলেছে। তখন সারা বিশ্ব থেকে লাখ লাখ মানুষ প্যারিসে আসবেন। সে সময়ে ইউরোপজুড়ে আরো দ্রুত মশার বিস্তার ঘটার উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে বলে সতর্ক করেছে ইসিডিসি। কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে প্যারিসের বিভিন্ন এলাকায় মশার বিস্তারের ওপর নজর রাখছে এবং সেগুলো ধরে পরীক্ষা করা শুরু করেছে বলে জানায় বিবিসি।

তারা স্থানীয় লোকজনের বাগান ও বারান্দায় পানি জমতে না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ, জমে থাকা স্বচ্ছ পানিতে এ ধরনের মশা বংশবিস্তার করে।

দুই দশক ধরে ইউরোপে বড় হুমকিতে পরিণত হচ্ছে মশা।

বিশেষ করে বিশ্বে মশার সবচেয়ে প্রাণঘাতী প্রজাতি এডিস অ্যালবোপিকটাস দক্ষিণ ইউরোপ থেকে এখন পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ছে।

ইসিডিসি জানায়, সম্প্রতি অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, হাঙ্গেরি, ইতালি, মাল্টা, পর্তুগাল, রোমানিয়া, স্লোভানিয়া ও স্পেনে এরই মধ্যে এডিস মশা শনাক্ত হয়েছে। বেলজিয়াম, সাইপ্রাস, চেক প্রজাতন্ত্র, নেদারল্যান্ডস ও স্লোভাকিয়ায় অতীতে এডিস মশা শনাক্ত হয়েছিল। এডিস মশা ডেঙ্গু জ্বর, চিকুনগুনিয়া ও জিকা ভাইরাসের মতো রোগের বিস্তার ঘটায়। এই রোগগুলো সাধারণত এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার দেশগুলোতে দেখা যায়। মানুষের শরীরে ডেঙ্গুর উপসর্গ শুরু হয় জ্বর দিয়ে। এটি এতটাই মারাত্মক যে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

গত কয়েক বছরে ইউরোপে ডেঙ্গু জ্বরের বিস্তার দেখা গেছে। ফ্রান্স, ইতালি, স্পেনসহ বেশ কয়েকটি দেশে মানুষ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন।

ফের উত্তাল ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভে ফের উত্তাল যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস অঙ্গরাজ্যের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিক্ষোভকারীরা আবারো ক্যাম্প স্থাপনের চেষ্টা করেন। এ ঘটনায় সেখান থেকে কমপক্ষে ২৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। খবর সিএনএনের।

সাম্প্রতিক সময় থেকে বিক্ষোভের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বারবার উত্তাল হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সব সময় সেসব পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে।

স্থানীয় সময় সোমবার রাতে বিক্ষোভের সময় তাদের গ্রেফতার করা হয়। ক্যাম্পাসের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অ্যাসিসট্যান্টট ভাইস চ্যান্সেলর রিক ব্রাজিয়েল এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানিয়েছেন। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। তারা একজন কর্মকর্তার কাজে হস্তক্ষেপ করেন। তাদের ইউসিএলএ থেকে দূরে থাকতে ১৪ দিনের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল।

ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপজুড়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে প্রতিবাদ শিবির গড়ে উঠেছে। ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসরায়েল বা এর যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে- এমন সংস্থাগুলোর সঙ্গে ব্যবসা বন্ধের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। আয়োজকরা গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধকে ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যা আখ্যা দিয়ে তা বন্ধের আহ্বান জোরদার করার চেষ্টা করছেন।

কুয়েতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত বেড়ে ৪৯, অধিকাংশই ভারতীয়

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচের দেশ কুয়েতের দক্ষিণাঞ্চলীয় আহমাদি গভর্নরেটের মানগাফ এলাকায় বহুতল আবাসিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪৯ জনে দাঁড়িয়েছে। শ্রমিকদের আবাসন কাজের জন্য ব্যবহৃত ওই ভবনের অগ্নিকাণ্ডে আহত হয়েছেন আরো অর্ধ-শতাধিক।

এদিকে নিহতদের মধ্যে ৪০ জনই ভারতীয় নাগরিক বলে খবর দিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে। তবে কুয়েতে অগ্নিকাণ্ডে হতাহতদের মধ্যে কোনও বাংলাদেশি নাগরিক আছেন কি-না তাৎক্ষণিকভাবে তা জানা যায়নি।

দেশটির সরকারি কর্মকর্তারা বলেছেন, বুধবার স্থানীয় সময় ভোরের দিকে মানগাফ এলাকার ছয় তলা ওই ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অগ্নিকাণ্ডের খবর পায় সকাল ৬টার দিকে বলে জানিয়েছেন দেশটির নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তা মেজর জেনারেল আইদ রাশেদ হামাদ।

কুয়েতের রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পুলিশের জ্যেষ্ঠ এক কমান্ডার বলেছেন, 'যে ভবনটিতে আগুন লেগেছে সেটি শ্রমিকদের জন্য ব্যবহার করা হতো। অগ্নিকাণ্ডের সময় সেখানে অনেক শ্রমিক ঘুমিয়ে ছিলেন। তাদের মধ্যে কয়েক ডজন শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অগ্নিকাণ্ডে অনেকে মারা গেছেন।'

কাতারের উপ-প্রধানমন্ত্রী শেখ ফাহাদ ইউসুফ সৌদ আল সুবাহ অগ্নিকাণ্ডের স্থান পরিদর্শন করেছেন। দেশটির এই উপ-প্রধানমন্ত্রী রিয়েল এস্টেট মালিকদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা আইন লঙ্ঘন ও অতি লোভের কারণে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেছেন, এসব কারণই এই ঘটনায় ভূমিকা রেখেছে। তিনি মানগাফের ধ্বংসাত্মক এই অগ্নিকাণ্ডকে 'প্রকৃত বিপর্যয়' বলে অভিহিত করেছেন।

ইন্ডিয়া টুডের তথ্য অনুযায়ী, কুয়েতে অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের মধ্যে অন্তত ৪০ ভারতীয় নাগরিক আছেন। তাদের মধ্যে পাঁচজন কেরালার বাসিন্দা। ওই ভবনে ১৯৫ জন শ্রমিক ছিলেন; যাদের বেশিরভাগই কেরালা ও তামিলনাড়ুর বাসিন্দা।

অগ্নিকাণ্ডের শিকার ভবনটি মালয়ালি ব্যবসায়ী কেজি আব্রাহামের মালিকানাধীন এনবিটিসি গ্রুপের বলে জানিয়েছে ওনমানোরামা।

এদিকে, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে কুয়েতে অগ্নিকাণ্ডে ভারতীয়দের হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

এক্সে তিনি লিখেছেন, 'কুয়েতে অগ্নিকাণ্ডের খবরে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। সেখানে ৪০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া অর্ধ-শতাধিক মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে জানা গেছে। আমাদের রাষ্ট্রদূত ক্যাম্পে গেছেন। আমরা বিস্তারিত তথ্যের জন্য অপেক্ষা করছি।'

কুয়েতে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বলেছেন, 'আজকের অগ্নিকাণ্ডে আহত ৩০ জনেরও বেশি ভারতীয় শ্রমিককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'

কুয়েতের অপরাধ তদন্ত বিভাগের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল ইদ আল ওয়াইহান প্রাথমিকভাবে অগ্নিকাণ্ডে ৩৫ জনের প্রাণহানির তথ্য নিশ্চিত করেছেন। পরে আহতদের মধ্যে আরো ১৪ জন হাসপাতালে মারা গেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

দেশটির জেনারেল ফায়ার ডিপার্টমেন্টের একটি সূত্র বলছে, ভবনটির গ্রাউন্ড ফ্লোরে আগুন লাগার পর ধোঁয়া ওপরের দিকে উঠে যায়। যে কারণে সেখানে ঘুমিয়ে থাকা শ্রমিকরা দমবন্ধ হয়ে মারা গেছেন। কুয়েতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই ঘটনার পর মানগাফ ও তার আশপাশের এলাকার সব হাসপাতালে উচ্চ-সতর্কতা জারি করেছে। অগ্নিকাণ্ডে আহত অন্তত ৪৩ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে গুরুতর আহত বেশ কয়েকজনকে বিভিন্ন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ইসরায়েলের বাধায় হজে যেতে পারছে না গাজার বাসিন্দারা

আপনজন ডেস্ক: গাজা ভূখণ্ডে ইসরায়েলি হামলায় হতাহতদের পরিবারের এক হাজার সদস্যকে ফ্রিতে হজ করানো হবে বলে জানিয়েছে সৌদি আরব। দেশটির বাদশাহ সালমান বিন আব্দুলআজিজ একটি রয়াল ডিক্রির মাধ্যমে এ নির্দেশ দেন। সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সৌদি নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, কাস্টোডিয়ান অব দ্য টু হলি মস্ক নামের এক কর্মসূচির অংশ হিসেবে সৌদি আরবের ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই উদ্যোগের আয়োজন করেছে। এর মাধ্যমে ২ হাজার ফিলিস্তিনি ফ্রিতে হজের সুযোগ পাবেন। সৌদি আরবে তাদের আসা থেকে ফিলিস্তিনে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থা এই কর্মসূচির আওতায় থাকবে।

সৌদিতে এ মাসের শুরুতে হজ করতে ৪ হাজার ২০০ ফিলিস্তিনি পৌঁছান।। তবে ইসরায়েলি বাধায় গাজা থেকে এবার কেউ হজে যেতে পারছেন না। কারণ ইসরায়েলি বাহিনী মিশরের রাফাহ সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে। এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে গাজার ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

ফাতিমা জারঘোন নামের এক ফিলিস্তিনি নারী কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরাকে বলেন, 'হজে যেতে আমি আমার সব গয়না বিক্রি করেছি। কারণ আমাদের কিছু ঋণ ছিল। তবে এবার আমাদের সুযোগ থাকার পরেও এই যুদ্ধের কারণে আর হজ করার স্বপ্ন পূরণ হলো না।'

গত ৭ মে রাফাহ সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ নেয় ইসরায়েলি বাহিনী। এ কারণে মিশর হয়ে আর গাজা ভূখণ্ডের বাইরে যেতে পারছেন না ফিলিস্তিনিরা।

সৌদির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত ১৫ লাখের বেশি বিদেশি হজযাত্রী সৌদিতে এসে পৌঁছেছেন। যাদের বেশিরভাগই এসেছেন বিমানে। আগামী কয়েকদিনে আরও অসংখ্য হজযাত্রী আসবেন।

আগামী শুক্রবার ১৪ জুন হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে।

২৫ বছরের কারাদণ্ড হাতে পারে বাইডেনপুত্র হান্টারের

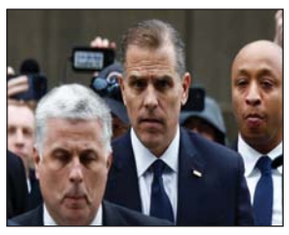

আপনজন ডেস্ক: আগ্নেয়াস্ত্র কেনার সময় মাদকাসক্তি নিয়ে মিথ্যা তথ্য দেওয়ার মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেন। মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়ার অঙ্গরাজ্যের একটি আদালত তিনটি অভিযোগেই তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। যদি এখন এ অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাহলে হান্টার বাইডেনের সর্বোচ্চ ২৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। খবর বিবিসি

বাইডেনপুত্রের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ, আগ্নেয়াস্ত্র কেনার সময় তিনি মিথ্যা তথ্য দেন। দ্বিতীয় অভিযোগ, অস্ত্র বিক্রেতার নথিপত্রেও মিথ্যা তথ্য থাকার বন্দোবস্ত করেন। তৃতীয় অভিযোগ হলো, হান্টার বাইডেন অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র কাছে রেখেছিলেন।

এ মামলায় বলা হয়, ২০১৮ সালে একটি হ্যান্ডগান কিনেছিলেন হান্টার বাইডেন। সেই অস্ত্র কেনার সময়ই নিজের মাদকাসক্তি নিয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়েছিলেন তিনি। মাদকাসক্তি ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে হান্টার বাইডেনকে।

দীর্ঘদিন ধরে এসব বিষয় নিয়ে তাকে ভুগতেও হয়েছে। তিনি ২০১৮ সালে কোকেনে আসক্তির কথা স্বীকার করেন। ২০১৫ সালে ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান হান্টারের বড় ভাই বিউ বাইডেন। হান্টার বাইডেন তার আত্মজীবনী 'বিউটিফুল থিংস'-এ লিখেছেন, ভাইয়ের মৃত্যুর পর তিনি মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন। ২০১৯ সালে হান্টার মাদক ছাড়েন।

যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী, দেশটির নাগরিকদের অস্ত্র কেনার অধিকার রয়েছে। কিন্তু অস্ত্র কেনার সময় একজন ব্যক্তিকে আবেদনপত্রে অবশ্যই এটা উল্লেখ করতে হবে যে তিনি মাদকে আসক্ত কি না। এ মামলায় হান্টার বাইডেনের সর্বোচ্চ ২৫ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। আগ্নেয়াস্ত্র কেনার সময় মিথ্যা তথ্য দেওয়ার জন্য তার সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। অস্ত্র বিক্রেতার নথিতে মিথ্যা তথ্য সন্নিবেশের অপরাধে সর্বোচ্চ ৫ বছর এবং মাদকাসক্ত অবস্থায় অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখায় তার সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মণিপুরে নতুন করে সহিংসতায় ২০০০ মানুষ গৃহহীন

আপনজন ডেস্ক: ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরে সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের পর নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে জাতিগত সংঘাত। সহিংসতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা জিরিবাম জেলা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে ২ হাজারেরও বেশি মানুষ। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিবেশী রাজ্য আসামের কাছাড় জেলায় উচ্চ সতর্কতা জারি করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। মণিপুরের জিবিরাম জেলা সংলগ্ন আসামের লখিপুর আসনের বিধায়ক কৌশিক রায় বলেন, প্রায় এক হাজার মানুষ কাছাড়ে আশ্রয় নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, মণিপুরের সহিংসতা যাতে আসামে না ছড়ায় তা নিশ্চিত করতে ডিসি ও এসপির সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। কাছাড়ের এসপি নুমাল মাহাত্তা জানান, লখিপুরে নিরাপত্তা জোরদার এবং বিশেষ কমান্ডো মোতায়েন করা হয়েছে। জিবিরাম জেলা প্রশাসন জানায়, গত সোমবার পর্যন্ত জিবিরামে স্থাপিত ছয়টি আশ্রয়শিবিরে ৯১৮ জন মানুষ অবস্থান করছিলেন। অনেকে ক্রীড়া কমপ্লেক্স ও স্কুলে আশ্রয় নিচ্ছেন।

সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া অফ টাইমস জানিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত গত বছরের ৩ মে। কুকি ও মেইতেই গোষ্ঠীর মধ্যে জাতিগত সংঘাতকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মণিপুর। একের পর এক হত্যাকাণ্ডের খবর সামনে আসে। ঘরছাড়া হয় অসংখ্য মানুষ। দুই নারীকে বিবস্ত্র করে ঘোরানোর ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর ভারতজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। এবার লোকসভা ভোটের পর নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মণিপুর। গত ৬ জুন জিরিবামে এক চাষির শিরশ্ছেদ করা মরদেহ উদ্ধার হয়। সইবাম শরৎকুমার নামে ৫৯ বছরের এই চাষি মেইতেই জনগোষ্ঠীর মানুষ। তার মরদেহ উদ্ধারের পর নিজেদের সুরক্ষায় অস্ত্র ব্যবহারের অধিকারের দাবিতে থানা ঘেরাও করে গ্রামবাসী। এ ঘটনায় অঞ্চলটিতে কারফিউ জারি করে প্রশাসন। মেইতেই জনগোষ্ঠীর অভিযোগ, কুকিরা ওই চাষিকে হত্যা করেছে। ওই ঘটনার পর কুকি অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামে হামলার অভিযোগ ওঠে। এদিকে চলমান সংঘাতের মধ্যেই গত সোমবার মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের বহরে হামলা হয়েছে। এদিন রাজ্যের রাজধানী ইমফল থেকে জিরিবামে যাওয়ার সময় তার বহরে হামলা চালানো হয়। এতে এক নিরাপত্তারক্ষী গুরুতর আহত হয়েছেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.১৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৬ মি.

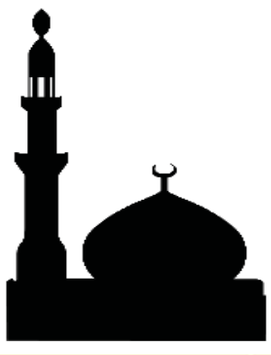

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.১৮	৪.৫১
যোহর	১১.৪১	
আসর	৪.১৫	
মাগরিব	৬.২৬	
এশা	৭.৪৮	
তাহাজ্জুদ	১০.৫২	

ইসরায়েলি অভিযানে ৬ ফিলিস্তিনি নিহত

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর অভিযানে অন্তত ৬ জন নিহত হয়েছেন। গত আট মাসেরও বেশি সময় ধরে গাজায় যুদ্ধ চলাকালীন ইসরায়েল এই অঞ্চলে আক্রমণ জোরদার করেছে। মঙ্গলবার ইসরায়েলি বিশেষ বাহিনীর একটি ইউনিট জেনিনের ওই গ্রামে প্রবেশ করে এবং একটি বাড়ি ঘেরাও করে। মঙ্গলবার ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদের সশস্ত্র শাখা আল-কুদস ব্রিগেডের জেনিন ব্যাটালিয়ন জানায়, তারা কাফর দানে ইসরায়েলি সেনাদের সাথে 'তীব্র' লড়াইয়ে যুক্ত রয়েছে।

ইমরান খানকে ঘিরে পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মোড়

আপনজন ডেস্ক: আগের কৌশল বদলে নতুন করে কৌশলী হচ্ছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। ফলে পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মোড়ের দেখা মিলতে পারে।

সংবাদমাধ্যম ডন নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগে ইমরান খান সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে কোনো দাঁতবিহীন শাসকের সঙ্গে সংলাপ হবে না। তবে সেই অবস্থান থেকে সরে আসছেন তিনি। নতুন করে কৌশলী হয়ে সংলাপের পথে হাঁটার কথা জানিয়েছেন তিনি।

জানা গেছে, সংলাপের জন্য পথ বের করতে দলের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্দেশ দিয়েছেন ইমরান খান। রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান ঘটনাতে তিনি এ নির্দেশনা দেন।

ইমরান খান বলেন, সরকারের সঙ্গে আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে সংসদে সমস্যাগুলোর সমাধান করা উচিত। এজন্য পিটিআইকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার আদিয়ালা কারাগারে ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাত করার পর পিটিআইয়ের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার গওহর আলী খান এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ইমরান খান সরকারের সঙ্গে আলোচনা জন্য পথ খোঁজার অনুমতি দিয়েছেন।

বিশ্বে ভয়াবহ শাস্তির শিকার ৪০ কোটি শিশু: ইউনিসেফ

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বে গত ১৩ বছরে ভয়াবহ শারীরিক ও মানসিক শাস্তির শিকার হয়েছে ৪০ কোটি শিশু। জাতিসংঘের বৈশ্বিক শিশু নিরাপত্তা ও অধিকারবিষয়ক অঙ্গ সংস্থা ইউনিসেফ এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

ইউনিসেফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ৪০ কোটি শিশুর মধ্যে একাধিক বার শারীরিক শাস্তি বা প্রহারের শিকার হয়েছে প্রায় ৩৩ কোটি শিশু, বাকিরা শিকার হয়েছে মানসিক শাস্তির। এই মুহূর্তে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ শতাংশের বয়স সর্বোচ্চ পাঁচ বছর।

ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্ব জুড়ে প্রায় ৫০ কোটি শিশু যে কোনো সময় প্রহারের শিকার হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। এসব শিশুর মধ্যে এমন বহু দেশের শিশু রয়েছে, যেসব দেশে শিশুদের প্রহার বা শারীরিক শাস্তি দেওয়া নিষিদ্ধ।

ইউনিসেফের সংজ্ঞা অনুযায়ী, শিশুদের সঙ্গে ধমকের সুরে চিৎকার বা উচ্চ স্বরে কথা বলা, তাদের গালাগাল করা মানসিক শাস্তি প্রদানের শামিল। বিশ্বের অনেক দেশেই শিশুদের প্রহার করা আইনত নিষিদ্ধ।

সোমবার এক বিবৃতিতে ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথরিন রাসেল বলেন, 'যদি শিশুরা বাড়িতে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়, তাহলে তাদের মানসিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়, নিজের মূল্য সম্পর্কেও ভুল ধারণা গড়ে ওঠে।

ইসরায়েলি হামলায় হিজবুল্লাহর শীর্ষ কমান্ডার নিহত

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ইসরায়েলি হামলায় দেশটির সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর অন্যতম শীর্ষ কমান্ডারসহ চারজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো অনেকেই।

হিজবুল্লাহ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননের জাওয়ায় মঙ্গলবার ইসরায়েলি বাহিনী একটি আবাসিক দালানে আঘাত হানলে হিজবুল্লাহর অন্যতম শীর্ষ কমান্ডার তালিব সামি আবদুল্লাহ মারা যান। তিনি হাজি তালিব নামেও পরিচিত।

নিহত বাকি ৩ সদস্য হলেন– মোহাম্মদ হোসেইন সাবরা বাকের, আলি সালিম সফওয়ান এবং হোসেইন ক্বাসেম হুমাইয়িদ।

জানা গেছে, হাজি তালিব ১৯৬৯ সালে লেবাননের আ'দশিত অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিজবুল্লাহর অন্যতম শীর্ষ কমান্ডার ছিলেন। এর আগে, গত সোমবার ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় পশ্চিম তীরের রামাল্লায় অন্তত চারজন নিহত হয়। এই চারজনকে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। তারা হলেন, মুহাম্মদ রাসলান আবদো, মুহাম্মদ জাবের আবদো ও রুশদি সামিহ আতায়া। চতুর্থ ব্যক্তির পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তবে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে চতুর্থ ব্যক্তির নাম ওয়াসিম বাসাম জিদান। এদিকে, গত সোমবার ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ ও যুদ্ধবিধ্বস্ত ভূখণ্ড গাজায় হামাসের পেতে রাখা বুবি-ট্র্যাপে ৪ ইসরায়েলি সেনার মৃত্যু হয়। তাদের নিয়ে গাজায় ২৯৯ ইসরায়েলি সেনা নিহত হয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৬০ সংখ্যা, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ৬ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

হুনলে ঘোড়ায় ভি হাসব!

ভালো কথা শুনিতে বা পড়িতে কাহার না ভালো লাগে! সেই যে আমরা ছোটবেলায় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'আমার পণ' কবিতায় পড়িয়াছি–'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,/ সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।' এই কবিতার এক জায়গায় বলা হইয়াছে–'সুখী যেন নাহি হই আর কারো দুখে,/ মিছে কথা কভু যেন নাহি আসে মুখে।' কী ভালো কথা! শুনিলে মন-প্রাণ-কান জুড়াইয়া যায়; কিন্তু দিন যে পালটাইয়াছে! বরং প্রায় ২০০ বত্সর পূর্বে লেখা মদনমোহনের কবিতার প্রথম দুইটি লাইন কাহারো কাহারো ক্ষেত্রে একটু পরিবর্তিত হইয়াছে। তাহারা বলেন–'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,/ সারা দিন আমি যেন মিথ্যে কথা বলি।' এই গৌরচন্দ্রিকার কারণ গতকাল ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি সংবাদের বিষয়বস্তু। ঐ সংবাদ হইতে জানা গিয়াছে–উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে কোনো অনিয়ম দেখিলেই সেই বিষয়ে অভিযোগ করিতে নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো বিষয় কোনো প্রার্থী বা কোনো ব্যক্তির নজরে আসিলে তাহারাও নিজ উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নিকট, রিটার্নিং কর্মকর্তা/ সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার নিকট অথবা উপযুক্ত ক্ষেত্রে থানায় বা ফৌজদারি আদালতে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন বা নির্বাচন কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

কী দারুণ কথা! শুরুতেই আমরা বলিয়াছি, ভালো কথা শুনিতে বা পড়িতে কাহার না ভালো লাগে! আমাদের ইসির এই কথাগুলিও ভালো লাগিয়াছে! তাহার পর মনে পড়িয়াছে তর্কালঙ্কারের কবিতাখানি। এবং তাহার পর মনে পড়িয়াছে প্রায় ১০ মাস পূর্বে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি উপজেলায় পৌর নির্বাচনের অনিয়মের ঘটনা। সেইখানে কী জানি হইয়াছিল! মনে পড়িতেছে না? আমরা বিস্মৃতিপরায়ণ জাতি। ১০ মাসের পূর্বের ঘটনা ভুলিবার মতো না হইলেও, যেই সংবাদ নির্বাচন কমিশনকে বিব্রত করিবে, সেই সংবাদ কোন দুঃখে মনে রাখা হইবে? আমরা একটুখানি মনে করাইয়া দিতে পারি। সেই সময় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি উপজেলায় পৌর নির্বাচনের অনিয়ম লইয়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যেই সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল–প্রশাসনের নাকের ডগায় সন্ত্রাসীরা গাড়িবহর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও, নির্বাচন আচরণবিধি বারবার লঙ্ঘন করা হইলেও, প্রশাসন হইতে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। অথচ সেই সময়ও নির্বাচনকে সুষ্ঠু করিবার জন্য সকল পর্যায় হইতে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল–'যে কোনো মূল্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা হইবে।' প্রশ্ন হইল–এই ধরনের ঘোষণা কি কেবল বাত-কা-বাত? এই প্রশ্ন করিবার কারণ হইল, সেই নির্বাচনের পূর্বের দিন রাতে পাঁচটি কেন্দ্রের সিসি ক্যামেরার লাইন কাটিয়া ইভিএমে ভোট কারচুপি ঘটানো হইয়াছিল–যাহা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে অকপটে স্বীকার করিয়াছিলেন। সিসি ক্যামেরার লাইন কাটা পাঁচটি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখিবার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন তখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা করা হয় নাই। বরং এই 'বল' অন্য কোর্টে ছুড়িয়া দেওয়া হইল, সেই 'বল' গিয়া পড়িল আরো দূরে, এবং তাহার পর উহা এক অর্থে হিমাগারে চলিয়া গেল।

এই যদি হয় স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনি হাঁড়ির মধ্যকার একটি চাউলের চিত্র, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তদের কি অধিক কথা বলা উচিত? তাহা কি শোভা পায়? পূর্বেকার দিনের অধিকাংশ মা তাহার ছোট্ট শিশুটির চোখে কাজল পরাইয়া দিতেন। তাহাতে অন্তত ঐ শিশুটির মধ্যে চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটি ভালো গুণ তৈরি হইত। এখন অধিকাংশ মা তাহাদের বাচ্চাদের চোখে আর কাজল পরান না। সেই জন্য মানুষের মধ্যে চক্ষুলজ্জাও যেন এখন ক্রমশ কমিয়া গিয়াছে। ঢাকাইয়া কুট্টিদের মতো আমাদের মনেও কথাটি গুঞ্জরিত হয়–'আস্তে কন হুজুর, হুনলে ঘোড়ায় ভি হাসব!' যেই কথা শুনিয়া ঘোড়াতেও হাসিবে, সেই কথা বলিবার দরকার কী? কী দরকার এইভাবে মানুষ হাসানোর?

বিজেপির সভাপতি নিয়োগ নিয়ে কি মোদির সঙ্গে আরএসএসের দূরত্ব আরও বাড়বে

রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবতের পর নির্বাচনী বিপর্যয় নিয়ে এবার বিজেপির সমালোচনায় মুখর হলো সংঘের মুখপত্র 'অর্গানাইজার'। সেখানে এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, বিজেপির নেতা-কর্মীরা মাটির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা উড়ছিলেন। এই ভোট তাঁদের জমিতে ফিরিয়ে এনেছে। মোহন ভাগবত যেদিন নাম উল্লেখ না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করেন, তার এক দিন পরই গতকাল মঙ্গলবার অর্গানাইজারে বিজেপির নেতা-কর্মীদের সমালোচনা করেন সংঘের অন্যতম সদস্য রতন সারদা। লিখেছেন **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়...**

জি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবতের পর নির্বাচনী বিপর্যয় নিয়ে এবার বিজেপির সমালোচনায় মুখর হলো সংঘের মুখপত্র 'অর্গানাইজার'। সেখানে এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, বিজেপির নেতা-কর্মীরা মাটির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা উড়ছিলেন। এই ভোট তাঁদের জমিতে ফিরিয়ে এনেছে।

মোহন ভাগবত যেদিন নাম উল্লেখ না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করেন, তার এক দিন পরই গতকাল মঙ্গলবার অর্গানাইজারে বিজেপির নেতা-কর্মীদের সমালোচনা করেন সংঘের অন্যতম সদস্য রতন সারদা।

রতন এক নিবন্ধে লেখেন, এটা ঠিক যে আরএসএস কখনোই বিজেপির পদাতিক বাহিনী নয়। কিন্তু বিজেপির নেতা-কর্মীরা ভোটের কাজে সাহায্যের জন্য এবার স্বয়ং সেবকদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজনই বোধ করেননি। তাঁরা একটা আনন্দের বলয়ের মধ্যে বাস করছিলেন। মোদিজির গৌরবে উদ্ভাসিত ছিলেন। জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ভেবেছিলেন, মোদিই তরিয়ে দেবেন।

আরএসএসের এই অন্যতম সদস্য লিখেছেন, এই নির্বাচনের ফল এক অর্থে বাস্তব পরিস্থিতি। বিজেপির বহু নেতা-কর্মী আস্থায় টইটম্বুর ছিলেন। অতিমাত্রায় আস্থাশীল ছিলেন। তাঁরা বুঝতেই পারেননি যে ৪০০ পার-এর স্লোগানের লক্ষ্য ছিলেন তাঁরা। মোদি চেয়েছিলেন তাঁদের উজ্জীবিত করতে। সে জন্যই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দিয়েছিলেন। পাশাপাশি বিরোধীদের ভয় দেখাতেও চেয়েছিলেন। অথচ নেতা-কর্মীরা নিজেদের বলয়ে আবদ্ধ থাকলেন। মোদির ছটায় গৌরবান্বিত বোধ করতে লাগলেন।

রতন সারদা আরও অনেক কথা লিখেছেন। অনেক বিষয়ে সমালোচনা করেছেন। যেমন, অন্য দল থেকে লোক এনে প্রার্থী করা, মোট প্রার্থীদের মধ্যে যা অন্তত ২৫ শতাংশ। অযথা রাজনীতিরও সমালোচনা করেছেন তিনি। যেমন তিনি বলেছেন, মহারাষ্ট্রে অজিত পাওয়ার ও তাঁর অনুগামীদের জোটে টানার দরকারই ছিল না। বিজেপি ও শিন্ডে সেনা দিব্যি চালাচ্ছিল।

রতন লিখেছেন, অজিতদের ভেড়ানোয় বিজেপির কর্মীদের মনোবল নষ্ট হয়েছে। কারণ, তাঁরা এত বছর ধরে কংগ্রেসের আদর্শের বিরুদ্ধেই লড়াই করেছেন। অজিত পাওয়ারকে দলে টেনে বিজেপি তার ব্র্যান্ড ভ্যালু নষ্ট করেছে। এই সংঘাত সত্ত্বেও আরএসএস এত দিন সেভাবে প্রকাশ্যে সরব হয়নি। কারণ, মানুষ মোদি-মাহাত্ম্যে বিভোর ছিল। মোদি ফল দিচ্ছিলেন, তাই তাঁরাও চুপ ছিলেন। যদিও সংঘকে উপেক্ষা করে মোদির নিজের মতো সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি তাঁরা মেনে নিচ্ছিলেন না। অহংবোধ মানছিলেন না। কর্তৃত্ববাদী মনোভাব পছন্দ করছিলেন না। মোদি নিজেকে প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বড় ভেবেছিলেন, নিজেকে 'লার্জার দ্যান লাইফ' মনে করছিলেন, আচার-আচরণে তার প্রতিফলন ঘটাচ্ছিলেন, সংঘের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজনও বোধ করছিলেন না। তবু সংঘ তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বে যায়নি। প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেনি। এখন বাস্তবের মাটিতে যখন তিনি আছড়ে পড়েছেন, তখন সংঘও তার প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছে। এখন মনে করা হচ্ছে যে বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আরএসএস মতামত খাটানোর চেষ্টা করবে, প্রভাবিত করবে।

সেটা কতটা, তা বোঝা যাবে বিজেপির সভাপতি নির্বাচনের সময়। এটাই প্রথম পরীক্ষা। দলের সভাপতি হিসেবে জগৎ প্রতাপ (জেপি) নাড্ডার মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। নির্বাচনের জন্য তা জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। নতুন সভাপতি বাছাইয়ের সময়

মোদি নিজেকে প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বড় ভেবেছিলেন, নিজেকে 'লার্জার দ্যান লাইফ' মনে করছিলেন, আচার-আচরণে তার প্রতিফলন ঘটাচ্ছিলেন, সংঘের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজনও বোধ করছিলেন না। তবু সংঘ তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্বে যায়নি। প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেনি। এখন বাস্তবের মাটিতে যখন তিনি আছড়ে পড়েছেন, তখন সংঘও তার প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়েছে। এখন মনে করা হচ্ছে যে বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আরএসএস মতামত খাটানোর চেষ্টা করবে, প্রভাবিত করবে।

সংঘ নিশ্চিতভাবেই চাইবে এমন একজনকে, যাঁর সঙ্গে সংঘের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। যিনি ভবিষ্যতে শুধু নরেন্দ্র মোদির অন্ধ অনুগামী হবেন না।

এই মুহূর্তে তিনজনের নাম বিবেচিত হচ্ছে। তিনজনই সংঘের ঘনিষ্ঠ। একজন হলেন মহারাষ্ট্রের অনগ্রসর (ওবিসি) নেতা বিনোদ তাউড়ে। বিজেপির এই সাধারণ সম্পাদক এবার বিহারের ভোটের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁকে সভাপতি করা হলে মহারাষ্ট্রে বিজেপি অবশ্যই চনমনে হবে। তবে প্রধানমন্ত্রীর মতো তিনিও ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত। সরকার ও দল দুই দায়িত্বে ওবিসি নেতাকে রাখা হবে কি না, সেই বিতর্ক চলছে।

দ্বিতীয় নামটি আরেক সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসলের। সংঘের এই প্রচারক উত্তর প্রদেশে বিজেপির দায়িত্বে ছিলেন ২০১৪ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত। তারপর তাঁকে দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও তেলেঙ্গানার দায়িত্ব। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্যত্র তিনি সফল। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন ওম প্রকাশ মাথুর। রাজস্থানের লোক হলেও তিনি দিল্লির রাজনীতিক। অন্য দুজনের মতো তিনিও সংঘের ঘনিষ্ঠ এবং বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো।

ভোটের ফল প্রকাশের পর মোদি অবশ্য কিছুটা কোণঠাসা। ৩০৩ থেকে ২৪০টি আসনে নেমে আসা তাঁর ব্যক্তিগত পরাজয়। কেননা, পুরো নির্বাচনে তিনিই ছিলেন শাসক জোটের একমাত্র মুখ। প্রতিটি আসনেই তিনিই ছিলেন প্রার্থী। জনসভায় নিজেই বারবার সে কথা সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। সেই অর্থে এবারের ভোট ছিল মোদির পক্ষে-বিপক্ষের গণভোট।

মোদি সরকার গঠন করলেও নিশ্চিতভাবেই জনতার সেই রায় তাঁর বিপক্ষে গেছে। সেখান থেকে নিজেকে তিনি টেনে তুলতে পারলে আবার স্বমহিমায় ফিরতে পারেন। এ বছরই সে পরীক্ষায় তাঁকে বসতে হবে। পরীক্ষা কিন্তু বেশ কঠিন।

চলতি বছর শেষ হওয়ার আগেই হতে চলেছে মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, ঝাড়খন্ড ও জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার ভোট। পরের বছর ভোট দিল্লিতে। এসব রাজ্যের মধ্যে মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় বিজেপি ক্ষমতায়। দুই রাজ্যেই লোকসভা ভোটে বিরোধীরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। মহারাষ্ট্রে ৪৮ আসনের মধ্যে বিরোধীরা দখল করেছে ৩০টি, হরিয়ানায় ১০টির মধ্যে ৫টি। এই দুই রাজ্যে বিজেপি হারলে মোদির ওপর চাপ আরও বাড়বে। বিরোধীরাও সরকারকে অতিষ্ঠ করে তুলবে।

ঝাড়খন্ডের আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে জেলে পোরা হয়েছে ভোটের আগে। ওই রাজ্যে আদিবাসীদের সহানুভূতি হেমন্তের দিকে। দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁর স্ত্রী কল্পনা। ঝাড়খন্ডের দিকে তাকিয়েই বিজেপি ওড়িশায় মুখ্যমন্ত্রী পদে বসিয়েছে ৫৩ বছর বয়সী আদিবাসী নেতা মোহন মাঝিকে।

জম্মু-কাশ্মীরের ভোট সেপ্টেম্বরে করার নির্দেশ দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট। তা করার আগে পরিস্থিতি বিচারে করানো হলো লোকসভার ভোট। সেই ভোট বিজেপির পক্ষে মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। জম্মু ও উধমপুরের হিন্দুপ্রধান এলাকায় জিতলেও উপত্যকার ভোট বিজেপির চিন্তা বাড়িয়েছে।

বিজেপির সমর্থন ও মদদপুষ্ট আপনা পার্টি, পিপলস কনফারেন্স ও গুলাম নবি আজাদের দল আজাদ পার্টি কেউই কোনো আসন জেতেনি।

রাজ্যে দুটি আসন জিতেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স, একটি আসনে জয়ী হয়েছেন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা বলে চিহ্নিত জেলবন্দী প্রকৌশলী রশিদ।

লাদাখের আসনও বিজেপি হারিয়েছে। ভোটের পর নতুন করে সহিংসতা বেড়েছে। কাশ্মীর স্বাভাবিক বলে দাবি করে আসা মোদি সরকারের কাছে এটা বড় চ্যালেঞ্জ।

ঈশ্বরপ্রেরিত পরমাত্মার অংশ নরেন্দ্র মোদির চ্যালেঞ্জ তাই ত্রিমুখী। সংঘ পরিবার, জোট শরিক ও বিরোধী পক্ষ। এত দিন ধরে উপেক্ষিত আরএসএস নতুন করে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট। মোদিকেও দূরত্ব ঘোচাতে প্রস্তুত হতে হবে।

সৌ: প্র: আ:

পূর্ব ইউরোপকে নিজের নিরাপত্তা নিজের কাঁধেই নিতে হবে

স্লাভমির সিয়েরাকোভস্কি

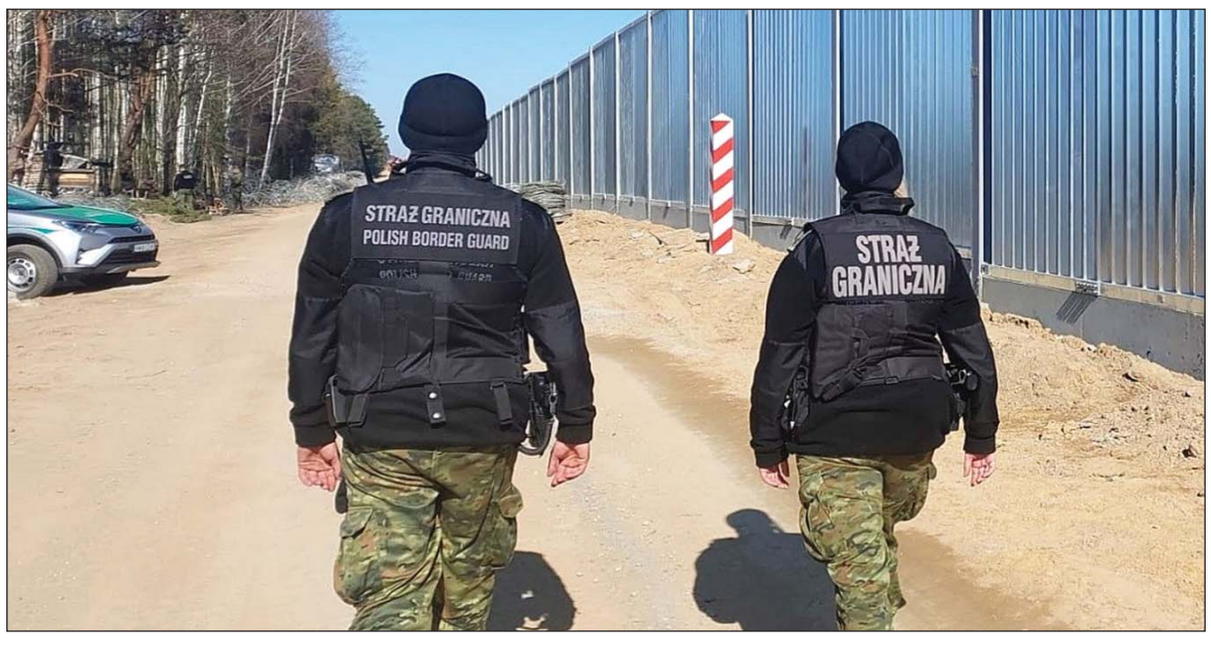

পোল্যান্ডে একটি প্রবাদ আছে, 'দনেস্কের (পোল্যান্ডের শহর) জন্য কেউ এসে জীবন দেবে না।' এটি আসলেই ঠিক।

বাস্তবতা হলো, পশ্চিমা দেশগুলো পোল্যান্ডকে কতটুকু নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে, তা আর এখন কোনো বড় বিষয় নয়।

কারণ, এখানকার অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে, আমাদের নিজেদের রক্ষার দায়িত্ব আমাদের নিজেদের ঘাড়েই নিতে হবে।

ন্যাটো চুক্তির ৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে, ন্যাটোর যেকোনো সদস্যের ওপর হামলাকে সব সদস্যের ওপর হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এই পারস্পরিক-প্রতিরক্ষা প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে পোল্যান্ডের এখনো আস্থা রয়েছে। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টরা বহুবার ন্যাটো অঞ্চলের 'প্রতি ইঞ্চি রক্ষায়' তাঁদের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলেও এই হাইব্রিড যুদ্ধের যুগে ন্যাটো চুক্তির ৫ নম্বর ধারায় উল্লেখ করা দায়িত্বগুলোর বাস্তবায়ন ক্রমেই ফিকে হয়ে এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির নেতারা ইউক্রেন যুদ্ধের তীব্রতা বেড়ে যাওয়াকে নিজেদের জন্য বড় ভয়ের বিষয় বলে ক্রমাগত ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। কিন্তু তার বিপরীতে তাঁরা ন্যাটোর নিরাপত্তার নিশ্চয়তাকে অধিকতর আস্থাযোগ্য করতে পারেননি।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিশেষত সেনাশক্তি ও অস্ত্রশিল্পের দিক থেকে ইউরোপ এখন এতটাই দুর্বল যে রাশিয়া যদি এস্তোনিয়ায় আক্রমণ করে বসে তাহলে ইউরোপের নেতারা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবেন, তা মোটেও পরিষ্কার নয়। বাস্তবতা হলো, চলমান যুদ্ধে যুক্তরাজ্যের চেয়ে পোল্যান্ড ইউক্রেনে বেশি ট্যাংক পাঠিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে পোল্যান্ড এবং বাল্টিক অঞ্চলের দেশগুলো শুধু যে নিজেদের আরও উন্নত অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা-ই নয়, বরং রাশিয়া, বেলারুশ এবং (আংশিকভাবে) ইউক্রেনের সঙ্গে তাদের সীমানা ঘেঁষে প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট সম্পদ ব্যয় করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পোল্যান্ডে এই পরিকল্পনার আনুষ্ঠানিক নাম দেওয়া হয়েছে 'শিল্ড ইস্ট'। তবে পোল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্ক এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত ফরাসি ম্যাগিনোট লাইনের নামানুসারে এটি ইতিমধ্যেই 'টাস্ক লাইন' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে।

পোল্যান্ড সরকার এই প্রকল্পের জন্য ২৬০ কোটি ডলার বরাদ্দ করেছে। প্রকল্পটি ২০২৮ সালের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু পুরো কাজ শেষ করার জন্য এই বরাদ্দ অপর্যাপ্ত বলে মনে হচ্ছে।

শুধু বেলারুশের সঙ্গে লাগোয়া সীমান্তে বেড়া নির্মাণে (যেটি আগের সরকার তৈরি করেছিল) খরচ হয়েছে ৩৯ কোটি ৪৫ লাখ ডলার।

রাশিয়া ও বেলারুশ থেকে ধেয়ে আসা অভিবাসীদের প্রবাহ আটকাতে এই বেড়া প্রায়ই ব্যর্থ হয়েছে।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, নিজেদের দেশের প্রতিরক্ষার জন্য পোল্যান্ডের জনগণ বড় ধরনের আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি আছে।

এর বাইরে পোল্যান্ড রুশ হুমকি নিয়ে আগের চেয়ে অনেক সচেতন হয়ে ওঠা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাহায্যের ওপরও নির্ভর করছে। রাশিয়া ও বেলারুশের সীমান্তের সঙ্গে পোল্যান্ডের পাশাপাশি ইইউর পূর্ব সীমান্তও লাগোয়া রয়েছে। এতে বোঝা যায়, এই বেড়া ইইউ দেশগুলোর যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সুরক্ষিত হওয়া উচিত।

যদিও পোল্যান্ডের আগের অনুদারপন্থী সরকার তাদের অযৌক্তিক জার্মান বিদ্বেষের কারণে জার্মানির নেতৃত্বাধীন 'আয়রন ডোম' নামের বেড়া তৈরির উদ্যোগে শরিক হতে অস্বীকার করেছিল, তবে বর্তমান টাস্কের সরকার সম্প্রতি এই কৌশলগত ভুলটি সংশোধন করে নিয়েছে। তারা এ বিষয়ে এখন জার্মানির সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছে।

পোল্যান্ড ও বাল্টিক দেশগুলো ফিনল্যান্ডের তুলনায় একটু ভিন্ন কৌশলগত অবস্থানে রয়েছে। ফিনল্যান্ডের রয়েছে চৌকস সেনাবাহিনী, সুপ্রশিক্ষিত জনসংখ্যা এবং নিজেদের বানানো বিপুলসংখ্যক বোমাপ্রতিরোধী আশ্রয়স্থল।

তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তার বিশাল ভূখণ্ডে জনবসতি কম এবং বেশির ভাগ ভূমিতে ঘন সন্নিবিষ্ট বনভূমি রয়েছে, যা যেকোনো আক্রমণকারীর হামলাকে কঠিন করে তুলবে।

ফিনল্যান্ডের মানুষ মনে করেন, তাঁদের ভূখণ্ডে শত্রুরা ঢুকলেও তাদের প্রতিহত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে। তাঁরা মনে করেন, যুদ্ধের সাফল্য বা ব্যর্থতা সীমান্তের নিরাপত্তার ওপর নির্ভর করে না।

তবে বাল্টিক দেশগুলো মনে করে, নিরাপত্তার জন্য তাদের 'বাল্টিক ডিফেন্স লাইন' শীর্ষক একটি নিরাপত্তাবেষ্টনী দরকার, যা কিনা তাদের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তকে সুরক্ষিত রাখবে।

সম্প্রতি বাল্টিক দেশগুলো একটি যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। তাতে সরকারগুলো ৬ কোটি ৪০ লাখ ডলার ব্যয়ে শুধু এস্তোনিয়ার সীমান্তে ৬০০ সুরক্ষিত বাংকার তৈরির কথা বলা হয়েছে।

লিথুয়ানিয়াতে অনুপ্রবেশকারী যান ও ট্যাংক আটকে দেওয়া সুদীর্ঘ পরিখা খনন করা হবে বলেও সেখানে বলা হয়েছে। তবে এসব কাজ শেষ হতে কয়েক বছর লেগে যাবে।

সে কারণে রাশিয়ার আগ্রাসন ঠেকাতে নিরাপত্তাপ্রাচীর বানানোর চেয়ে এ মুহূর্তে ইউরোপকে ইউক্রেন যুদ্ধের দিকে বেশি মনোযোগী হতে হবে।

স্লাভমির সিয়েরাকোভস্কি পোল্যান্ডভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রিতিকা পলিতিসনার প্রতিষ্ঠাতা

ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

الدعوة
দাওয়াত

- কেমন ছিল মহানবী সা.-এর কুরবানি
- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কি কুরবানি করা ওয়াজিব?
- মহানবী সা. হজ ব্যবস্থাপনায় যেসব সংস্কার করেছিলেন
- ঈদের নামাজের আগেই কুরবানি দেওয়া যাবে?

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ১৩ জুন, ২০২৪

কেমন ছিল মহানবী সা.-এর কুরবানি

শরিফ আহমাদ

কুরবানি করা মহান আল্লাহর নির্দেশ। পৃথিবীতে কুরবানির সূচনা হয়েছে আদম (আ.)-এর দুই সন্তান হাবিল-কাবিলের মাধ্যমে। ইবরাহিম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানির অবিস্মরণীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে উম্মতে মুহাম্মদির ওপর কুরবানি ওয়াজিব করা হয়েছে। কোরআন-হাদিসে কুরবানির গুরুত্ব, বিধান ও ফজিলত বর্ণিত হয়েছে ।

কুরবানিসংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হলো–

কুরবানি করা ওয়াজিব

মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন (রহ.) বলেন, আমি ইবনে ওমর রা-এর কাছে কুরবানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যে তা ওয়াজিব কি না? তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. কুরবানি করেছেন এবং তার পরে মুসলমানরাও কুরবানি করেছেন এবং এই বিধান অব্যাহতভাবে প্রবর্তিত হয়েছে। (তিরমিজি,হাদিস : ১৫০৬; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩১২৪)

প্রতিবছর কুরবানি আবশ্যক

মিখনাফ ইবনে সুলাইম (রহ.) বলেন, আমরা আরাফাতের ময়দানে রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে অবস্থানরত ছিলাম। তখন তিনি বলেন, হে জনগণ! প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতিবছর একটি কুরবানি ও একটি আতিরা আছে। তোমরা কি জান আতিরা কী? তা হলো যাকে তোমরা ‘রাজাবিয়া’ বলো।
(ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩১২৫)

কুরবানি আল্লাহর প্রিয়

আয়েশা রা থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, কুরবানির দিন রক্ত প্রবাহিত করা (জবাই করা) অপেক্ষা আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় মানুষের কোনো আমল হয় না। কিয়ামতের দিন এর শিং, লোম, পায়ের খুর সবসহ উপস্থিত হবে। এর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদা পৌঁছে যায়। সুতরাং স্বচ্ছন্দ হৃদয়ে তোমরা তা করবে।
(তিরমিজি, হাদিস : ১৪৯৩; ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১৪৯৩)

মহানবী সা.-এর কুরবানি

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা.-কে কুরবানির ঈদে প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি খুতবা প্রদান শেষ করে মিম্বার থেকে নেমে এলেন। একটি মেষ আনা হলো। রাসুল সা. নিজের হাতে সেটিকে জবাই করেন। বলেন, ‘বিসমিল্লহি আল্লাহু আকবার’। এটি হলো আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মতের মধ্যে যারা কুরবানি দিতে পারেনি তাদের পক্ষ থেকে। (আবু দাউদ, হাদিস : ২৫০১; তিরমিজি, হাদিস : ১৫২১)

সর্বোচ্চ সাতজন শরিক

জাবির রা বলেন, আমরা হজের ইহরাম বেঁধে রাসুলুল্লাহ সা.-এর সঙ্গে রওনা হলাম। তিনি আমাদের প্রতিটি উট বা গরু সাতজনে মিলে কুরবানি করার নির্দেশ দিলেন। (মুসলিম, হাদিস : ৩০৫৬)

কুরবানির অযোগ্য পশু

উবাইদ ইবনে ফাইরুজ (রহ.) বলেন, আমি বারা ইবনে আজিব রা-কে বললাম, রাসুলুল্লাহ সা. যে ধরনের পশু কুরবানি করতে অপছন্দ অথবা নিষেধ করেছেন সে সম্পর্কে আমাদের বলুন। তখন তিনি বলেন, রাসুল সা. তাঁর হাতের ইশারায় বলেন, এরূপ আর আমার হাত তাঁর হাতের চেয়ে ক্ষুদ্র। চার ধরনের পশু দিয়ে কুরবানি করলে তা যথেষ্ট হবে না। অন্ধ পশু, যার অন্ধত্ব সুস্পষ্ট; রুগ্ণ পশু, যার রোগ সুস্পষ্ট; পঙ্গু পশু, যার পঙ্গুত্ব সুস্পষ্ট এবং কৃশকায় দুর্বল পশু, যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে। উবাইদ (রহ.) বলেন, আমি ত্রুটিযুক্ত কানবিশিষ্ট পশু কুরবানি করা অপছন্দ করি। বারা রা বলেন, যে ধরনের পশু তুমি নিজে অপছন্দ করো তা পরিহার করো এবং অন্যদের জন্য তা হারাম কোরো না। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩১৪৪)

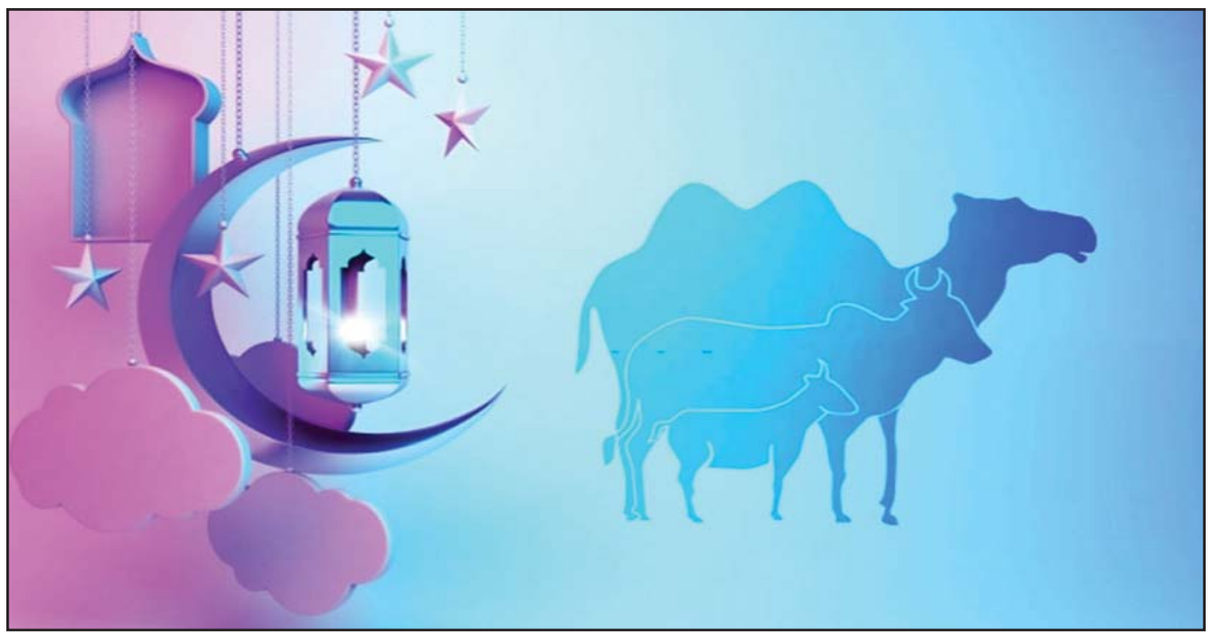

কুরবানি করার সময়

বারা রা বলেন, নবী করিম সা. বলেছেন, আমাদের এই দিনে আমরা সর্বপ্রথম যে কাজটি করব, তা হলো নামাজ আদায় করব। এরপর ফিরে এসে আমরা কুরবানি করব। যে ব্যক্তি এভাবে তা আদায় করল সে আমাদের নীতি অনুসরণ করল। আর যে ব্যক্তি আগেই জবাই করল, তা এমন গোশতরূপে গণ্য, যা সে তার পরিবার-পরিজনের জন্য আগাম ব্যবস্থা করল। এটা কিছুতেই কুরবানি বলে গণ্য নয়। তখন আবু বুরদা ইবনে নিয়ার রা দাঁড়ালেন, আর তিনি (নামাজের) আগেই জবাই করেছিলেন। তিনি বলেন, আমার কাছে একটি বকরির বাচ্চা আছে। নবী করিম সা. বলেন, তা-ই জবেহ করো। তবে তোমার পরে আর কারো পক্ষে তা যথেষ্ট হবে না। (বুখারি, হাদিস : ৫১৪৭)

কুরবানি না করার পরিণাম

আবু হুরায়রা রা থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি না করে সে যেন আমাদের ঈদের মাঠের কাছেও না আসে। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩১২৩)

কুরবানি করার সওয়াব

জায়িদ ইবনে আরকাম রা বলেন, সাহাবিরা বলেন, হে আল্লাহর রাসুল সা. এই কুরবানি কী? তিনি বলেন, তোমাদের পিতা ইবরাহিম (আ.)-এর সুন্নত। তাঁরা আবার জিজ্ঞাসা করেন, হে আল্লাহর রাসুল! এতে আমাদের জন্য কি (সওয়াব) আছে? তিনি বলেন, প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকি রয়েছে। তাঁরা বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! লোমশ পশুদের পরিবর্তে কী হবে (এদের পশম তো অনেক বেশি)? তিনি বলেন, লোমশ পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকি আছে। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩১২৭)

কুরবানির বিশেষ প্রতিদান

আবু সাঈদ খুদরি রা বলেন, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, হে ফাতেমা! তুমি তোমার কুরবানির জন্তুর নিকট যাও। কেননা তোমার কুরবানির জন্তু জবেহ করার পর রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। ফাতেমা রা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! এটা কি শুধু আমরা যারা আহলে বাইত তাদের জন্য, না সব মুসলিমের জন্য? রাসুলুল্লাহ সা. জবাব দিলেন, এটা আমাদের জন্য এবং এটা সব মুসলমানের জন্য। কথাটি তিনি দুইবার বলেন। (মুস্তাদরাক হাকেম, হাদিস : ৭৫২৪)

কুরবানি করার নিয়ম

শাদ্দাদ ইবনে আওস (রহ.) বলেন, রাসুল সা. থেকে আমি দুটি কথা স্মরণ রেখেছি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের ওপর ইহসান (যথাসাধ্য সুন্দররূপে সম্পাদন করা) অত্যাবশ্যক করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন কাউকে হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থার সঙ্গে হত্যা করবে। আর যখন জবেহ করবে, তখন উত্তম পন্থার সঙ্গে জবেহ করবে। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ধার করে নেয় এবং তার জবেহকৃত জন্তুকে শাস্তি প্রদান না করে (অহেতুক কষ্ট না দেয়)। (মুসলিম, হাদিস : ৪৮৯৭)

কুরবানি করার দোয়া

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা বলেন, কুরবানির দিন নবীজি সা. দুটি শিংবিশিষ্ট সাদা ও কালো রং মিশ্রিত দুম্বা কুরবানির উদ্দেশ্যে কিবলামুখী করে শোয়ান এবং এই দোয়া পাঠ করেন–‘ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফা ও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকিন। ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ও মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। লা শারিকালাহু ওয়া বিজালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওওয়ালুল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা আন মুহাম্মাদিন ওয়া উম্মাতিহি।’ এরপর তিনি ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার’ বলে দুম্বাকে জবাই করেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ২৭৮৬)

কুরবানির গোশতের বিধান

সুলাইমান ইবনে বুরায়দা, তার পিতা বুরায়দা রা বলেন, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের তিন দিনের পরও কুরবানির গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম, যেন সচ্ছল ব্যক্তিরা অসামর্থ্য ব্যক্তিদের উদারভাবে তা দিতে পারে। এখন তোমরা যা ইচ্ছা খাও। অন্যকেও খাওয়াও এবং সঞ্চয়ও করে রাখতে পারো। (তিরমিজি, হাদিস : ১৫১০)

ঈদুল আজহার নামাজ পড়ার নিয়ম

ফেরদৌস ফয়সাল

ঈদের নামাজ খোলা জায়গা, মসজিদ কিংবা যেখানেই পড়া হোক না কেন, অবশ্যই তা জামাতের সঙ্গে পড়তে হবে। জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য যেসব শর্ত প্রয়োজন, ঈদের নামাজ আদায় করার জন্যও একই শর্ত প্রযোজ্য। সুতরাং জামাত ছাড়া ঈদের নামাজ আদায় করা যাবে না।

ঈদের নামাজ

ঈদের নামাজের জন্য কোনো আজান ও ইকামত নেই। তবে জুমার নামাজের মতোই উচ্চ আওয়াজে কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে ঈদের নামাজ আদায় করতে হয়। তবে ঈদের নামাজের পার্থক্য হলো অতিরিক্ত ছয়টি তাকবির দিতে হবে।

প্রথম রাকাতে ‘আল্লাহু আকবার’ বলে হাত বেঁধে অতিরিক্ত তিন তাকবির দিয়ে সুরা ফাতিহা পড়া। দ্বিতীয় রাকাতে সুরা মেলানোর পর অতিরিক্ত তিন তাকবির দিয়ে রুকতে যাওয়া।

নামাজের নিয়ত

ঈদের দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ অতিরিক্ত ছয় তাকবিরের সঙ্গে এই ইমামের পেছনে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর জন্য আদায় করছি... আল্লাহু আকবার।

প্রথম রাকাত

১. তাকবিরে তাহরিমা

ঈদের নামাজে নিয়ত করে তাকবিরে তাহরিমা ‘আল্লাহু আকবার’ বলে হাত বাঁধা।

২. সানা পড়া

সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়াতাআলা যাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা।

৩. অতিরিক্ত তিন তাকবির দেওয়া।

এক তাকবির থেকে আরেক তাকবিরের মধ্যে তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় বিরত থাকা। প্রথম ও দ্বিতীয় তাকবিরে উভয় হাত উঠিয়ে তা ছেড়ে দেওয়া এবং তৃতীয় তাকবির দিয়ে উভয় হাত বেঁধে নেওয়া।

৪. আউজুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পড়া

৫. সুরা ফাতিহা পড়া

৬. সুরা মেলানো। অতঃপর নিয়মিত নামাজের মতো রুকু ও সিজদার মাধ্যমে প্রথম রাকাত শেষ করা।

দ্বিতীয় রাকাত

১. বিসমিল্লাহ পড়া

২. সুরা ফাতিহা পড়া

৩. সুরা মেলানো।

৪. সুরা মেলানোর পর অতিরিক্ত তিন তাকবির দেওয়া। প্রথম রাকাতের মতো দুই তাকবিরে উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে ছেড়ে দেওয়া; অতঃপর তৃতীয় তাকবির দিয়ে হাত বাঁধা।

৫. তারপর রুকুর তাকবির দিয়ে রুকুতে যাওয়া।

৬. সিজদা আদায় করে তাশাহহুদ, দরুদ, দোয়া মাসুরা পড়ে সালাম ফেরানোর মাধ্যমে নামাজ সম্পন্ন করা।

তারপর খুতবা

ঈদের নামাজ পড়ার পর ইমাম খুতবা দেবেন আর মুসল্লিরা খুতবা মনোযোগের সঙ্গে শুনবেন।

দুই রাকাত ঈদের ওয়াজিব নামাজ ছয়টি অতিরিক্ত ওয়াজিব তাকবিরসহ আদায় করতে হয়।

ঈদের নামাজের অতিরিক্ত ওয়াজিব তাকবিরে ভুল হলে অর্থাৎ তাকবির কম বা বেশি হলে অথবা বাদ পড়লে সাহু সিজদা প্রয়োজন নেই।

মহানবী সা. হজ ব্যবস্থাপনায় যেসব সংস্কার করেছিলেন

আতাউর রহমান

ইসলাম আসার আগেই হজের প্রচলন ছিল। শরিয়তে হজ কখন ফরজ হয়েছিল তা নিয়ে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের ভেতর মতভিন্নতা আছে। তবে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম জাওজি (রহ.) দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, নবম বা দশম হিজরিতে হজ ফরজ হয়েছিল। তিনি লেখেন, ‘এ বিষয়ে কোনো বিরোধ নেই, হিজরতের পর নবীজি সা. শুধু একবারই হজ করেছিলেন।

তা হলো বিদায় হজ। এ বিষয়েও কোনো বিরোধ নেই, বিদায় হজ দশম হিজরিতেই হয়েছিল। আর এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ পোষণের সুযোগ নেই যে হজ ফরজ হওয়ার পর তিনি কোনো বিলম্ব ছাড়াই তা আদায় করেছেন।’ (জাদুল মাআদ)

ইসলাম হজ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আনে

রাসুলুল্লাহ সা. হজের বিধি-বিধানকে শিরক, কুসংস্কার ও বিদআত মুক্ত করেন।

নিম্নে হজ কার্যক্রমে নবীজি সা.-এর সংস্কারগুলো তুলে ধরা হলো–

১. কাবাঘরকে মূর্তিমুক্ত করা : রাসুলুল্লাহ সা. মক্কা বিজয়ের পর কাবাঘরকে মূর্তিমুক্ত করেন। তখন কাবাঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। কথিত আছে, এসব মূর্তি আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ও কবিলার প্রতিনিধিত্ব করত। রাসুলুল্লাহ সা. মক্কা বিজয়ের পর কাবা চত্বরে প্রবেশ করেন।

তিনি একটি ধনুকের সাহায্যে মূর্তিগুলোকে খোঁচা দিচ্ছিলেন এবং পাঠ করছিলেন, ‘সত্য সমাগত, মিথ্যা দূরীভূত আর নিশ্চয়ই মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।’ (সূরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ৮১)

তখন একেকটি মূর্তি মুখ থুবড়ে পড়ছিল। এ সময় কাবাঘরে টাঙানো কিছু ছবিও ধ্বংস করা হয়। (নবীয়ে রহমত, পৃষ্ঠা-৩৩৮)

২. তাওয়াফের বৈষম্য দূর : জাহেলি যুগে কেবল কুরাইশ, তাদের বংশোদ্ভূত ও মিত্ররাই কাপড় পরিধান করে তাওয়াফের অনুমতি পেত। অন্যদের উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করতে হতো, নতুবা হুমসদের কাছ থেকে কাপড় কিনে বা ধার নিয়ে তা পরে তাওয়াফ করত।

ইসলাম এই বৈষম্য দূর করে এবং উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করাকে নিষিদ্ধ করে। ইরশাদ হয়েছে, ‘যখন তারা কোনো অশ্লীল আচরণ করে তখন বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে এটা করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এটার নির্দেশ দিয়েছেন। বলো, আল্লাহ অশ্লীল আচরণের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জানো না?’ (সূরা : আরাফ, আয়াত : ২৮)

৩. হাত বেঁধে তাওয়াফ না করা : জাহেলি যুগের মানুষ বিশ্বাস করত তাওয়াফ করার সময় তারা পরস্পরের হাত কিছু দিয়ে বেঁধে নিলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। ইসলাম এই রীতি নিষিদ্ধ করেছে। ইবনে আব্বাস রা থেকে বর্ণিত, নবীজি সা. বাইতুল্লাহর তাওয়াফের সময় এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, সে চামড়ার ফিতা বা সুতা অথবা অন্য কিছু দ্বারা আপন হাত অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল। নবী সা. নিজ হাতে তার বাঁধন ছিন্ন করে দিয়ে বললেন, হাত ধরে টেনে নাও।’ (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৬২০)

৪. কাবাঘর ছাড়া অন্য কিছুর তাওয়াফ নিষিদ্ধকরণ : আরবরা শুধু কাবাঘরের তাওয়াফ করত না, বরং একাধিক ঘর, দেবালয়, পাথর ও স্থাপনার তাওয়াফ করত। এগুলোকে তারা কাবাঘরের সমকক্ষ মনে করত। যেমন বনি সাকিফ গোত্রের স্থপতি দেবতা লাতের মন্দির। রাসুলুল্লাহ সা. কাবাঘর ছাড়া অন্য সব কিছুর তাওয়াফ নিষিদ্ধ করেন। আবু সুফিয়ান ও মুগিরা রা-কে পাঠিয়ে লাতের মন্দির ধ্বংস করেন। (কিতাবুল মুহাব্বার, পৃষ্ঠা-৩১৫)

৫. পরকালীন দোয়া শিক্ষা : ইসলামপূর্ব যুগে হাজিরা পার্থিব কল্যাণের জন্য দোয়া করতেন। তাঁদের দোয়ায় পরকাল থাকত অনুপস্থিত। ইবনে আব্বাস রা থেকে বর্ণিত, জাহেলি যুগের লোকেরা হজের সময় কেবল পার্থিব উন্নতির জন্য দোয়া করত। যেমন তারা বলত, হে আল্লাহ! এই বছরকে বৃষ্টি ও সবুজের বছর করুন, সুন্দর সন্তানের বছর করুন, আমাদের সম্পদ ও সন্তান বাড়িয়ে দিন ইত্যাদি। তাদের ব্যাপারে নাজিল হয়, ‘মানুষের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দাও, বস্তুত পরকালে তাদের জন্য কোনো অংশ নেই। আর তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই। বস্তুত আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।’ (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ২০০-২০২; আদ-দুররুল মানসুর : ১/৫৫৮)

৬. কাবা চত্বরে শিস বাজানো নিষিদ্ধকরণ : জাহেলি যুগের লোকেরা কাবা চত্বরে মাথা নেড়ে নেড়ে শিস বাজাত। এটাকে তারা নামাজের স্থলাভিষিক্ত মনে করত। ইসলাম কাবা চত্বরে শিস বাজানো ও হাতে তালি দেওয়া নিষিদ্ধ করে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘কাবাঘরের কাছে শুধু শিস ও করতালি দেওয়াই তাদের নামাজ; সুতরাং কুফরির জন্য তোমরা শাস্তি ভোগ কোরো।’ (সূরা : আনফাল, আয়াত : ৩৫)

৭. সাফা-মারওয়ার সাঈ করা আবশ্যক : জাহেলি যুগে সবাই সাফা ও মারওয়া সাঈ করা আবশ্যক মনে করত না। যেমন মানাতের পূজারিরা এবং তিহামা অঞ্চলের একদল মানুষ সাঈ করত না। অন্যদিকে ইসলামপূর্ব যুগে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে মূর্তি থাকায় কোনো কোনো মুসলমানের অন্তরে বিষয়টি নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। উত্তরে মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি কাবাঘরের হজ কিংবা ওমরাহ সম্পন্ন করে এ দুটির মধ্যে সাঈ করল তার কোনো পাপ নেই। আর কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।’ (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৫৮)

৮. ব্যবসার অনুমতি প্রদান : জাহেলি যুগে হজের সময় যারা ব্যবসা করতে বা শ্রমিক হিসেবে মক্কায় আসত তাদের হাজি বলে স্বীকার করা হতো না। তাদের বলা হতো ‘দাজ্জ’। এরা মিনার উপকণ্ঠে গিয়ে অবস্থান করত। ইসলাম আগমনের পর হাজিদের ব্যবসার অনুমতি প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, ‘তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই।’ (সূরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৯৮)

আল্লাহ সবাইকে তাঁর ঘরের হজ করার তাওফিক দিন। আমিন।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কি কুরবানি করা ওয়াজিব?

বিশেষ প্রতিবেদন

কুরবানির মূল উদ্দেশ্য হলো আত্মত্যাগ। কুরবানি শুরু হয়েছিল হযরত আদম আ.-এর দুই ছেলে হাবিল ও কাবিল থেকে। পরবর্তীকালে কুরবানির জন্য হযরত ইবরাহিম আ. ও তার শিশুপুত্র ইসমাইল আ.-এর আত্মবিসর্জন কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি মুমিনের জন্য অনন্য শিক্ষা ও প্রভুপ্রেমের পাথেয়।
আল্লাহ তায়ালা কুরবানির নির্দেশ দিয়ে বলেন- 'আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কুরবানি আদায় করুন' (সুরা কাউসার: ২)
যার উপর কুরবানি ওয়াজিব নয় তার জন্য কুরবানি করার চেয়ে ঋণ পরিশোধ করাই উত্তম। কেননা নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক যদি কুরবানির দিনগুলোতে ঋণগ্রস্ত থাকে, যা পরিশোধ করে দিলে তার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ সম্পদ বাকি থাকে না, তাহলে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে না।
আর যদি ঋণ পরিশোধের পরও কারো কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তার উপর কুরবানি ওয়াজিব হবে।
(বাদায়েউস সানায়ে: ৪/১৯৬; ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া: ৫/২৯২)
তবে ঋণ থাকা অবস্থায় কেউ কুরবানি দিলে তার কুরবানি আদায় হয়ে যাবে।
আসলে ঋণ পরিশোধ করা ও কুরবানি করা দুটি আলাদা হুকুম। একটির কারণে অন্যটি আটকে থাকবে না। ঋণ করে নফল কুরবানি করা উচিত হবে না।
কিন্তু কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার পর যদি প্রয়োজনীয় নগদ অর্থ দিয়ে কুরবানির পশু ক্রয় করা সম্ভব না হয়, তাহলে ঋণ করে হলেও কুরবানি দিতে হবে। পরে তা পরিশোধ করে দেবে। অন্যথায় কুরবানির দিন চলে গেলে পরবর্তীতে একটি মধ্যম মানের বকরির মূল্য কুরবানির নিয়তে সদকা করে দিতে হবে। (রদ্দুল মুহতার: ৪৫৩-৯/৪৫২; দুররুল মুখতার: ৯/৪৬৩)
যাদের ওপর কুরবানি ওয়াজিব
প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন স্বাধীন মুসলিম নর-নারীর ওপর কুরবানি ওয়াজিব। যদি সে ১০ জিলহজ ফজর থেকে ১২ জিলহজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়। (দুররুল মুখতার: ৫/২১৯)
নেসাব
স্বর্ণের ক্ষেত্রে নেসাব হলো- সাড়ে সাত (৭.৫) ভরি আর রুপার ক্ষেত্রে নিসাব হলো সাড়ে বায়ান্ন (৫২.৫) ভরি। অর্থাৎ কারো মালিকানায় ১০ জিলহজ থেকে ১২ জিলহজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ থাকলে অথবা সড়ে ৫২ ভরি রুপা থাকলে তার ওপর কুরবানি ওয়াজিব। টাকা-পয়সা ও অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে নিসাব হলো- মূল্য সাড়ে ৫২ ভরি রুপার মূল্যের সমপরিমাণ হওয়া। বসবাস ও খোরাকির প্রয়োজনে আসে না এমন জমি, প্রয়োজনাতিরিক্ত বাড়ি, ব্যবসায়িক পণ্য ও প্রয়োজনাতিরিক্ত অন্য আসবাবপত্রের ওপর কুরবানি ওয়াজিব হবে। (মাবসুতে সারাখসি: ১২/৮, রদ্দুল মুহতার: ৬/৬৫)
ওয়াজিব কুরবানি না করা কঠিন গুনাহের কাজ। রাসুলুল্লাহ স. তাদের অভিসম্পাত করেছেন। নবীজি বলেছেন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানি করে না, সে যেন অবশ্যই আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়। (মুসনাদ আহমদ: ৮২৭৩; ইবনে মাজাহ: ১২৩; হাকেম: ৭৫৬৫-৭৫৬৬)
আল্লাহ তায়ালা আমাদের আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন

ঈদের নামাজের আগেই কুরবানি দেওয়া যাবে?

বিশেষ প্রতিবেদন

কুরবানি ইসলামি শরিয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কুরবানির উদ্দেশ্যে পশু জবাইয়ের সময় হলো- জিলহজ মাসের ১০ তারিখ সকাল থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত। কুরবানি করতে হবে ঈদুল আজহার নামাজের পরে। কেউ ঈদের আগে কুরবানি করলে তার কুরবানি শুদ্ধ হবে না। কেননা, নবীজি ঈদের নামাজের পরে কুরবানি করতে বলেছেন।
বারা ইবনে আজিব রা. বলেন, 'আল্লাহর রাসুল সা. আমাদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন। তাতে বললেন, আমাদের এই দিবসে প্রথম কাজ নামাজ আদায় করা, এরপর কুরবানি করা। সুতরাং যে এভাবে করবে তার কাজ আমাদের তরিকামতো হবে। আর যে আগেই জবেহ করেছে, তা পরিবারের জন্য প্রস্তুতকৃত গোশত, কুরবানি নয়। (সহিহ বুখারি: ৯৬৮; সহিহ মুসলিম: ১৯৬১; সহিহ ইবনে হিব্বান: ৫৯০৭)
এমনকি কুরবানির ঈদে নামাজ শুরুর আগে নবীজি কিছু খেতেন না। হাদিসে আছে, রাসুলুল্লাহ (স.) ঈদুল ফিতরের দিন কোনো কিছু না খেয়ে ঈদগাহে যেতেন না; আর ঈদুল আজহার দিন নামাজ না পড়ে কিছু খেতেন না। (জামে তিরমিজি: ৫৪২)
বৃষ্টিবাদল বা অন্যকোনো ওজরে যদি প্রথম দিন ঈদের নামাজ না হয়, তাহলে ঈদের নামাজের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম দিনেই কুরবানি করা জায়েজ'। (সহি বুখারি: ২/৮৩২, কাজিখান: ৩/৩৪৪, আদ্দুররুল মুখতার: ৬/৩১৮)
'১০, ১১ ও ১২ জিলহজ–এই তিন দিনের মধ্যে প্রথম দিন কুরবানি করা অধিক উত্তম। এরপর দ্বিতীয় দিন, তারপর তৃতীয় দিন।' (রদ্দুল মুহতার: ৬/৩১৬)
রাতেও কুরবানি করা জায়েজ। তবে তা শুধু জিলহজের ১০ ও ১১ তারিখ দিবাগত রাতে করতে হবে। ১২ তারিখ দিবাগত রাতে এবং ঈদের আগের রাতেও কুরবানি করা যাবে না। কেননা ওই সময়গুলো কুরবানির সময়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং ১০ ও ১১ তারিখ রাতে কুরবানি করতে নিষেধ নেই। তবে আলোস্বল্পতার কারণে জবাইয়ে ত্রুটি হতে পারে বিধায় রাতে জবাই করা অনুত্তম। অবশ্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকলে রাতে জবাই করতে কোনো অসুবিধা নেই।
(তথ্যসূত্র: ফতোয়ায়ে খানিয়া: ৩/৩৪৫, আদ্দুররুল মুখতার: ৬/৩২০, ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া: ৫/২৯৬, আহসানুল ফতোয়া: ৭/৫১০)

কুরবানি কী, কতটুকু সম্পদ থাকলে দিতে হবে

বিশেষ প্রতিবেদন

কুরবানি অর্থ নৈকট্য, সান্নিধ্য, উৎসর্গ। ঈদুল আজহার দিনগুলোতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট পশু জবাই করাকে 'কুরবানি' বলে। (মাজমাউল আনহুর : ২/৫১৬)
কুরবানির বিধান হজরত আদম (আ.)-এর যুগ থেকেই চলে এসেছে। তবে বর্তমানে প্রচলিত কুরবানির গোড়াপত্তন করেন হজরত ইবরাহিম (আ.)।
মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি তার (ইসমাঈলের) পরিবর্তে জবাই করার জন্য দিলাম এক মহান জন্তু। আর আমি এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি।' (সুরা : সাফফাত, আয়াত : ১০৭-১০৮)
মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর রাসুলকে কুরবানি করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ো ও কুরবানি করো।
' (সুরা : কাউসার, আয়াত : ২)
কুরবানির ফজিলত সম্পর্কে রাসুল সা. বলেন, 'কুরবানির দিন কুরবানি করাই সবচেয়ে বড় ইবাদত।' (তিরমিজি, হাদিস : ১৪৯৩)
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'কুরবানির পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একেকটি করে নেকি দেওয়া হয়।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৯২৮৩)
আরো ইরশাদ হয়েছে, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানি করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩১২৩)
কার ওপর কুরবানি ওয়াজিব
প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, মুকিম, মুসলিম নর-নারী ১০ জিলহজ ফজর থেকে ১২ জিলহজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের ভেতরে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তার ওপর কুরবানি ওয়াজিব।
(আল মুহিতুল বুরহানি : ৬/৮৫)
কুরবানির নিসাব
সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা বায়ান্ন (৫২.৫) ভরি রুপা বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাবপত্র, যার মূল্য সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপার সমপরিমাণ, তা কুরবানির নিসাব।
গতকাল শনিবার (৮ জুন) বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ১৮ ক্যারেটের রুপার দাম প্রতি গ্রাম ১৪৭ টাকা। সেই হিসাবে সাড়ে ৫২ ভরি রুপার মূল্য ৫২.৫*১৭১৪= ৮৯,৯৮৬ টাকা বা এর চেয়ে বেশি।
আর ১৮ ক্যারেটের প্রতি গ্রাম স্বর্ণের দাম ৮১২৯ টাকা। সেই হিসাবে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের মূল্য ৭.৫*৮৭.৪৫= ৭ লাখ ১০ হাজার ৮৮১টাকা।
উল্লেখ্য, টাকা-পয়সা, স্বর্ণালংকার, মৌলিক প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি ও বাড়ি, ব্যাবসায়িক পণ্য ইত্যাদি কুরবানির নিসাবের ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য। (আলমগিরি : ৫/২৯২-২৯৩)
নিসাবের মালিক না হলে কুরবানির বিধান
নিসাবের মালিক নয় এমন ব্যক্তির জন্য কুরবানি করা মুস্তাহাব। তবে তিনি কুরবানির নিয়তে কোনো পশু ক্রয় করলে তা কুরবানি করা ওয়াজিব হয়ে যায়। (বাদায়েউস সানায়ে : ৪/১৯২)
কুরবানির সময়
১০ জিলহজ ঈদের নামাজের পর থেকে ১২ জিলহজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে কুরবানি করা যায়। তবে ১০ জিলহজ ও দিনে কুরবানি করা উত্তম। আর কুরবানির দিনগুলোতে কুরবানি করা সম্ভব না হলে ক্রয়কৃত পশু বা কুরবানির মূল্য সদকা করে দিতে হবে। (বুখারি, হাদিস : ৫৫৪৫, আলমগিরি : ৫/২৯৫-২৯৭)

যেসব কারণে জিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিন মর্যাদাপূর্ণ

জাওয়াদ তাহের

মহান আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে ছোট্ট একটি হায়াত বা জীবন দিয়েছেন। আর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। এই জীবনের কতককে আল্লাহ কতকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।
সেই দামি সময়ে বান্দা যেন আল্লাহর বেশি নিকটবর্তী হতে পারে। সময়ে সময়ে বিভিন্ন ইবাদত দিয়েছেন। বান্দা সে অল্প সময়ে নিজেকে শাণিত করে নিতে পারে। অল্প সময়ে বিশেষ কিছু আমল করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে।
আর এ সময়ের মধ্যে অন্যতম বরকতময় সময় হচ্ছে জিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিন। আল্লাহ তাআলা এই দিনগুলোর গুরুত্ব বোঝাতে কোরআনে এর নামে শপথ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'শপথ ফজর কালের। এবং ১০ রাতের।
' (সুরা : ফজর, আয়াত : ১-২)
মুফাসসিরদের মতে, এখানে ফজর বলতে বিশেষভাবে জিলহজের ১০ তারিখের ফজর বোঝানো হয়েছে। আর যে ১০ রাতের শপথ করা হয়েছে, তা হলো জিলহজের প্রথম ১০ রাত। এই রাতসমূহকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। এর প্রত্যেক রাতেই ইবাদত-বন্দেগি করলে অনেক বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। এসব দিনের শপথ করার মধ্যে এর বিশেষ গুরুত্ব ও ফজিলতের কথা ফুটে ওঠে। (তাওজিহুল কোরআন)
১০ দিনের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ
এই দশকের বিশেষ মর্যাদা হওয়ার কারণ হচ্ছে, এ সময়ে বিশেষ কিছু ইবাদতের সম্মিলন ঘটে, যা বছরের অন্য কোনো সময়ে আদায় করা সম্ভব নয়। হজ ও কুরবানি, আরাফা দিবস–এসব মিলিয়ে এ দিনগুলোর রয়েছে বিশেষ ফজিলত। ইবনে আব্বাস রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, এমন কোনো দিন নেই যে দিনসমূহের সৎকাজ আল্লাহ তাআলার নিকট জিলহজ মাসের এই ১০ দিনের সৎকাজ অপেক্ষা বেশি প্রিয়। সাহাবারা বলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদ করাও কি (এত প্রিয়) নয়? রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদও তার চেয়ে বেশি প্রিয় নয়। তবে জান-মাল নিয়ে যদি কোনো লোক আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদে বের হয় এবং এ দুটির কোনোটিই নিয়ে যদি সে আর ফিরে না আসতে পারে তার কথা (অর্থাৎ সে শহীদের মর্যাদা) ভিন্ন। (জামে তিরমিজি, হাদিস : ৭৫৭)
আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) বলেন, জিলহজের এই ১০ দিনের বৈশিষ্ট্যের কারণ হলো এ সময় শরিয়তের মৌলিক কিছু ইবাদতের সম্মিলন ঘটে। শরিয়তের প্রধান ইবাদত হলো নামাজ, রোজা, সদকা ও হজ। এ ধরনের সমাবেশ বছরের অন্য সময় পাওয়া যায় না। (ফাতহুল বারি, আসকালানি : ২/৪৬০)
১০ দিনের বিশেষ কিছু আমল
সামর্থ্যবানদের জন্য হজ ও কুরবানি ছাড়া এ মাসে আছে বিশেষ কিছু আমল। যার মাধ্যমে সে রাঙিয়ে নিতে পারে নিজের জীবন। যারা হজ আদায় করবে তা নির্ধারিত স্থান থেকে হজের বিধানাবলি পূরণ করবে। এ ছাড়া অন্যরা এসব আমল বেশি বেশি করবে।
ভালো আমল করা
প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হলো জিলহজ মাসের প্রথম দশকের রাত্রি ও দিনগুলোকে গনিমত মনে করা। এই সময়গুলো ইবাদত ও নেক আমলে পার করা। পুরোটা সময় আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও নৈকট্য অর্জনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করা। একটি আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, আমরা রমজানের শেষ দশকে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে আমল করি। কিন্তু জিলহজের এই ফজিলতপূর্ণ দিনগুলোতে অলস ও উদাসীন থাকি। অথচ এই দিনগুলো রমজানের দিনগুলোর চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ ও উত্তম। অন্যান্য সময়ের তুলনায় এ সময় ভালো আমলের প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া, বিশেষ করে যারা হজ ও ওমরাহ করতে পারছে না, তাদের এ সময়ে বেশি বেশি জিকির, তিলাওয়াত, দরুদ পড়া, সদকার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা।
তাওবা-ইস্তেগফার ও বেশি বেশি নফল ইবাদতে এই মহামান্বিত সময়ে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।
বেশি পরিমাণে তাকবির বলা
এই ১০ দিনে বেশি পরিমাণে আল্লাহর জিকিরে নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রাখা, বিশেষ করে তাকবির বলা। আমাদের মধ্যে এই আমলটি প্রায় ছুটে গেছে। তাই এদিনগুলোতে তাকবিরের প্রতি গুরুত্বারোপ করা চাই। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যাতে তারা তাদের জন্য স্থাপিত কল্যাণসমূহ প্রত্যক্ষ করে এবং নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেই সব পশুতে, যা তিনি তাদের দিয়েছেন। সুতরাং (হে মুসলিমগণ!) সেই পশুগুলো থেকে তোমরা নিজেরাও খাও এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকেও খাওয়াও।' (সুরা : হজ, আয়াত : ২৮)
ইবনে ওমর ও আবু হোরায়রা রা-এর আমল ছিল–এই ১০ দিন তাকবির বলতে বলতে বাজারের দিকে যেতেন এবং তাঁদের তাকবিরের সঙ্গে অন্যরাও তাকবির বলত। (সহিহ বোখারি, হাদিস : ৯৬৯)
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলার নিকট জিলহজের প্রথম দশকের আমলের চেয়ে বেশি প্রিয় আর কোনো আমল নেই। সুতরাং তোমরা এ সময়ে অধিক পরিমাণে তাকবির (আল্লাহু আকবার), তাহলিল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এবং তাহমিদ (আলহামদু লিল্লাহ) পাঠ করো। (শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৩৭৫৮)
রোজা রাখা
এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল হচ্ছে জিলহজের প্রথম ৯ দিন আল্লাহর জন্য রোজা রাখা। আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া (রহ.) থেকে বর্ণিত, নবী সা.-এর কোনো স্ত্রী থেকে বর্ণিত যে রাসুল সা. জিলহজ মাসের ৯ দিন, আশুরার দিন এবং প্রত্যেক মাসের তিন দিন রোজা পালন করতেন। মাসের প্রথম সোমবার এবং দুই বৃহস্পতিবার। (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ২৪১৭)
বিশেষ করে আরাফার দিনের রোজার বিশেষ ফজিলত আলাদাভাবে এসেছে। আবু কাতাদা রা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সা. বলেন, আমি আল্লাহ তাআলার নিকট আরাফাতের দিনের রোজা সম্পর্কে আশা করি যে তিনি এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছর এবং পরবর্তী এক বছরের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। (জামে তিরমিজি, হাদিস : ৭৪৯)
দ্বিনের ওপর অবিচলতার দোয়া
এই ১০ দিন বেশি পরিমাণে আল্লাহর কাছে দোয়া করা, বিশেষত দোয়া কবুলের সময় দোয়ার প্রতি খুব গুরুত্ব প্রদান করা। আল্লাহ যে দ্বিনের ওপর অবিচল রাখে সে জন্য দোয়া করা। দোয়া এমনভাবে করা পানিতে ডুবার সময় বাঁচার জন্য লোকেরা যেমন মরিয়া হয়ে সাহায্য চায়, তেমনি আল্লাহর কাছে সেভাবে চাওয়া।
নখ, চুল না কাটা
এ ১০ দিনের আরেকটি আমল হচ্ছে জিলহজের চাঁদ ওঠার পর নখ, চুল, শরীরের অবাঞ্ছিত লোম ইত্যাদি কর্তন না করা। বরং কুরবানি দেওয়ার পর এগুলো পরিষ্কার করবে। এই আমল সবার জন্য প্রযোজ্য, চাই সে কুরবানি করুক বা না করুক। আমাদের মধ্যে অনেক এমন রয়েছে, যারা কুরবানি দেয় না, তারা এই আমলটি করে না। এটি ভুল। বরং নখ, চুল না কাটার বিধান সবার জন্য প্রজোয্য। সে কুরবানি করুক বা না করুক। ঈসা ইবনে হিলাল আস-সাদাফি হজরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একবার রাসুলুল্লাহ এক ব্যক্তিকে বললেন, ইয়াওমুল আজহাকে ঈদের দিন করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের জন্য এই দিন ঈদে পরিণত করেছেন। তাই তুমি তোমার চুল ও নখ কাটবে, তোমার গোঁফ ছোট করবে এবং তোমার নাভির নিচের পশম মুড়ে ফেলবে। আল্লাহর নিকট এটাই তোমার পূর্ণ কোরবান।(তহাবি শরিফ, হাদিস : ৬১৭২)
আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

পশুর যেসব ত্রুটি থাকলে কুরবানি শুদ্ধ হয় না

বিশেষ প্রতিবেদন

কুরবানি বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পশু দোষ-ত্রুটিমুক্ত হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি সব জাতির জন্য কুরবানির বিধান রেখেছি, যেন আমি তাদের জীবনোকরণ হিসেবে যে চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি তাতে (জবাই করার সময়) আল্লাহর নাম স্মরণ করে। (সুরা হজ, আয়াত : ৩৪)
কুরবানির পশু সব ধরনের শারীরিক ত্রুটিমুক্ত হওয়া জরুরি। গুণগত দিক থেকে উত্তম হলো, পশুটি দেখতে সুন্দর, নিখুঁত বা দোষত্রুটি মুক্ত ও হৃষ্টপুষ্ট।
যে পশু দেখলে পছন্দ হয়। আবু সাঈদ খুদরি রা বলেন, রাসুলুল্লাহ সা. শিংবিশিষ্ট ও মোটাতাজা একটি মেষ কুরবানি করেছেন। এর চেহারা, পা ও চোখ ছিল মিটমিটে কালো। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩১২৮)
পশুর যেসব ত্রুটি থাকলে কুরবানি শুদ্ধ হয় না
এ বিষয়ে ইসলামী শরিয়তের বিধান নিম্নরূপ :
১. অন্ধ : যে গরু চোখে দেখতে পায় না, তা স্পষ্ট।
২. রোগাগ্রস্ত : রোগ-বালাইয়ে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট।
৩. পঙ্গু : যে পশু হাঁটাচলা করতে পারে না।
৪. আহত : যার কোনো অঙ্গ ভেঙে গেছে তা স্পষ্ট। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস : ১৪৯৭)
৫. যে পশুর একটি দাঁতও নেই বা এত বেশি দাঁত পড়ে গেছে যে ঘাস বা খাদ্য চিবাতে পারে না–এমন পশু দ্বারা কুরবানি করা জায়েয নয়।
(বাদায়িউস সানায়ে : ৪/২১৫; ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি ৫/২৯৮)
৬. যে পশুর শিং একেবারে গোড়া থেকে ভেঙে গেছে, যে কারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; সে পশুর কুরবানি জায়েজ নয়। পক্ষান্তরে যে পশুর অর্ধেক শিং বা কিছু শিং ফেটে বা ভেঙে গেছে বা শিং একেবারে ওঠেনি সে পশু কুরবানি করা জায়েজ। (রদ্দুল মুহতার : ৬/৩২৪; ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি : ৫/২৯৭)
৭. যে পশুর লেজ বা কোনো কান অর্ধেক বা তারও বেশি কাটা, সে পশুর কুরবানি জায়েজ নয়। আর যদি অর্ধেকের বেশি থাকে তাহলে তার কুরবানি জায়েজ। তবে জন্মগতভাবেই যদি কান ছোট হয় তাহলে অসুবিধা নেই।
(সুনানে তিরমিজি : ১/২৭৫; হেদায়া : ৪/৪৪৭)
কুরবানির পশু ক্রয়ের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাই করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলী রা বলেন, আমাদের রাসুল সা. আদেশ করেছেন, আমরা যেন কুরবানির পশুর চোখ ও কান ভালো করে দেখে নিই এবং কান কাটা, কান ছেঁড়া বা কানে গোলাকার ছিদ্র করা পশু দ্বারা কুরবানি না করি। (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ২৮০৪)
মহান আল্লাহ! আমাদের আমল করার তাওফিক দিন।

সম্পদ উপার্জনে তাড়াহুড়ো নয়

সাখাওয়াত উল্লাহ

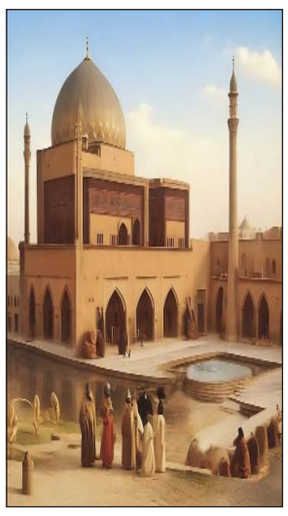

আল্লাহ তাআলাই রিজিকদাতা–এ কথা ধার্মিক মানুষ মাত্রই বিশ্বাস করে। আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক মানুষ লাভ করে বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে। এই রিজিক তিনি দান করেন নিজ অনুগ্রহে। ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু।
তিনি যাকে ইচ্ছা রিজিক দান করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী।' (সুরা : শুরা, আয়াত : ১৯)
সব প্রাণীর স্বাভাবিক চাহিদা অনুযায়ী তাদের খাদ্য ও জীবিকার ব্যবস্থা করা আল্লাহ তাআলা নিজের দায়িত্বে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'জমিনে বিচরণকারী যত প্রাণী আছে, সবার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর (আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের রিজিক নিজের দায়িত্বে রেখেছেন)।
এবং তিনি জানেন তাদের অবস্থানস্থল ও তাদের সমর্পণস্থল (যেথায় তারা সমর্পিত হয়) সব কিছু সুস্পষ্ট কিতাবে বিদ্যমান আছে।' (সুরা : হুদ, আয়াত : ৬)
সাধারণ মানুষ মনে করে, রিজিক বা জীবিকা আসে চাকরি, ব্যবসা বা চাষাবাদের মাধ্যমে। কিন্তু কুরআনের ঘোষণা হলো রিজিকের সিদ্ধান্ত হয় আসমানে। আল্লাহ বলেন, 'আকাশে আছে তোমাদের রিজিক ও প্রতিশ্রুত সব কিছু।
' (সুরা : জারিয়াত, আয়াত : ২২)
কোনো মানুষের নির্ধারিত রিজিক ভোগ করার আগে মৃত্যু আসবে না। জাবির বিন আবদুল্লাহ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, হে লোক সকল, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো। কেননা কোনো ব্যক্তিই তার জন্য নির্ধারিত রিজিক পূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত মরবে না, যদিও তার রিজিকপ্রাপ্তিতে কিছু বিলম্ব হয়।... (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২১৪৪)
তা সত্ত্বেও কিছু মানুষ দ্রুততার সঙ্গে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় থাকে। যেকোনো উপায়ে তারা আয়ের ব্যবস্থা করতেও দ্বিধান্বিত হয় না। সুতরাং স্বল্প সময়ে বেশি উপার্জন করাই তাদের অভীষ্ট উদ্দেশ্য ও ঈপ্সিত লক্ষ্য হয়ে থাকে। যার ফলে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্ধারিত জীবিকা পেত, তার সীমা লঙ্ঘন করে দ্রুত উপার্জন করতে চেষ্টা করে। অথচ রাসূলুল্লাহ সা. তা নিষেধ করেছেন।
তিনি বলেন, 'হে লোক সকল! আমি সেসব বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ প্রদান করেছি, যেগুলো তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। আর যেসব বিষয় তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে এবং জান্নাত থেকে দূরে রাখবে সেসব বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করেছি। নিশ্চয়ই রুহুল আমিন, অন্য বর্ণনায় রুহুল কুদুস (জিবরিল) আমার অন্তরে অবতীর্ণ করেছেন যে রিজিক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মরবে না। অতএব, হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহকে ভয় করো। আর জীবিকা অন্বেষণে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, জীবিকা আসতে বিলম্ব হলে অবশ্যই আল্লাহর অবাধ্যতা করে তা অর্জন কোরো না। কেননা আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া তাঁর কাছে যা আছে তা পাওয়া যায় না।' (সিলসিলাহ সহিহাহ, হাদিস : ২৬০৭)
দ্রুত ধনী হওয়ার চেষ্টা করার কারণ হলো মাত্রাতিরিক্ত লোভ ও অল্পে তুষ্ট না হওয়া। আর অতিরিক্ত লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ চুরি-ডাকাতি করতেও দ্বিধা করে না। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'ছাগলের পালে দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছেড়ে দিলে তা যতটুকু না ক্ষতি সাধন করে, কারো সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চেয়ে বেশি ক্ষতি সাধন করে তার দ্বিনের।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৭৬)
স্বভাবগতভাবে মানুষের মধ্যে তাড়াহুড়া করার প্রবণতা আছে। সে দ্রুত সব কিছু পেতে চায়। সব কিছু ভোগ করতে চায়। কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম হলো নির্ধারিত সময়ে ধীরে ধীরে জীবনোপকরণ হাতে আসে। কেউ যদি বৈধ পথ ছেড়ে অবৈধ পথে রিজিক অন্বেষণে লিপ্ত হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য হালাল রিজিকের দরজা বন্ধ করে দেন। তার ভাগ্যে তখন আর হালাল জিনিস জোটে না। এবং সে এই হারাম উপার্জনে সন্তুষ্ট থাকে।
একবার আলী রা. কুফা নগরীর মসজিদে প্রবেশ করেন। তখন তিনি মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা এক বালককে তাঁর বাহন দেখাশোনার দায়িত্ব দেন। আর তিনি মসজিদে নামাজ আদায় করেন। নামাজ আদায়ের পর তিনি ওই বালককে প্রতিদানস্বরূপ দুই দিরহাম দেওয়ার ইচ্ছা করেন। কেননা সে এতক্ষণ যাবৎ তাঁর বাহন দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করেছে। তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখলেন, বালকটি সেই বাহনের লাগাম নিয়ে পালিয়ে গেছে। আর বাহনটি একাই দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর তিনি সেই বাহনে চড়ে চলে গেলেন।
এরপর তিনি তাঁর গোলামকে দুই দিরহাম দিয়ে বলেন বাজার থেকে একটি লাগাম নিয়ে আসার জন্য। গোলাম বাজারে গিয়ে দেখলেন, ওই চোর (বালক) দুই দিরহামে সেই লাগাম বিক্রি করছে। গোলাম সেই লাগাম নিয়ে আলী রা.-এর দরবারে হাজির হলেন। এটা দেখে আলী রা. (বিস্মিত হয়ে) বলেন, 'আমি তাকে বৈধ পন্থায় দুই দিরহাম দিতে চেয়েছি; কিন্তু সে হারাম পন্থায় তা অর্জন করল। বান্দা ধৈর্য না ধরার কারণে নিজেই বৈধ রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়।' (আল-মুসতাতরাফ : ৮১)
পূর্বনির্ধারিত রিজিক নিয়ে মানুষ নানা হতাশায় জর্জরিত হয়। অনৈতিক ও অবৈধ পন্থায় বেশি রিজিক অন্বেষণে লালায়িত থাকে। তবে প্রকৃত মুমিনের কর্তব্য হলো বৈধ উপায়ে আল্লাহ প্রদত্ত রিজিকের ওপর সন্তুষ্ট থাকা।

মক্কায় হজযাত্রী পরিবহনে ২৭ হাজারের বেশি বাস

আপনজন ডেস্ক: এবছর হজযাত্রীদের পরিবহন সেবায় ২৭ হাজারের বেশি বাস থাকবে। এসব বাসের মাধ্যমে হজের স্থানগুলোতে যাত্রীদের আনা-নেওয়া করা হবে। মক্কার হারাম সীমানার যেকোনো স্থানে এসব বাস করে হাজিরা চলাচল করতে পারবেন। দেশটির পরিবহন বিষয়ক কর্তৃপক্ষের সূত্রে আরব নিউজের খবরে এ তথ্য জানানো হয়। এক বিবৃতিতে সৌদি আরবের পরিবহন বিভাগ জানিয়েছে, মক্কার পবিত্র মসজিদুল হারাম থেকে তিন হাজার পাঁচ শ বাস করে মুসল্লিদের আনা-নেওয়া করা হবে। এসব বাস মক্কার হারাম সীমানার ১৬টি রুটে চলাচল করবে এবং ১১টি স্টেশনে থামবে। তা ছাড়া হজযাত্রীদের পরিবহনে মক্কার বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৫৫টি বাস এবং মদিনায় ২৭টি বাস থাকবে।
বিবৃতিতে ভ্রমণকালীন নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ করে বলা হয়, বারে করে যাত্রাকালে ধূমপান না করা, অনির্ধারিত এলাকায় না খাওয়া, মোবাইলে উচ্চৈস্বরে কথা না বলাসহ অন্যদের জন্য কষ্ট হয় এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়।
বিবৃতিতে আরো বলা হয়, কোনো বাস তিন ঘণ্টার বেশি যাত্রায় এক ঘণ্টার বেশি বিলম্ব করলে যাত্রীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তা ছাড়া আর এমন কিছু ঘটলে যাত্রীদের বিনামূল্যে খাবার দেওয়া হবে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।
এদিকে হজ করতে সৌদি আরবে প্রায় ১০ লাখ হজযাত্রী পৌঁছেছে। দেশটির পাসপোর্ট বিভাগ জানিয়েছে, গত ২ জুন পর্যন্ত সৌদি আরবের আকাশ, স্থল ও সমুদ্রপথে ৯ লাখ ৩৫ হাজার ৯৬৬ জন হজযাত্রী সৌদি আরব পৌঁছে।

কুরআনে বর্ণিত যে ১০ শ্রেণির পরকালে ভয় নেই

সাখাওয়াত

পরকালের সূচনা হয় মৃত্যুর পর থেকে। এর চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটবে কিয়ামত বা পুনরুত্থানের দিন। পরকালে বিশ্বাস ঈমানের মৌলিক স্তম্ভের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ দুনিয়ায় যেসব কর্ম করেছে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেসব কর্মের হিসাব নেবেন।
মিজান বা পাল্লায় আমলগুলো ওজন করা হবে। যার খারাপ কাজের চেয়ে ভালো কাজের পাল্লা ভারী হবে, সে জান্নাতি হবে। যার ভালো কাজের চেয়ে খারাপ কাজের পাল্লা ভারী হবে, সে জাহান্নামি হবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, 'অতঃপর যার ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, অচিরেই তার হিসাব-নিকাশ সহজ করা হবে। সে তার পরিবারের সদস্যদের কাছে সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যাবে। কিন্তু যার আমলনামা তার পিঠের পেছনের দিক থেকে দেওয়া হবে, সে অচিরেই মৃত্যুকে ডাকবে এবং সে উত্তপ্ত জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (সুরা : ইনশিকাক, আয়াত : ৭-১২)
পরকালে আমার কী হবে–প্রত্যেক মুমিন এই চিন্তায় বিভোর থাকে। কিন্তু কুরআনের বর্ণনায় ১০ শ্রেণির মানুষ এমন আছে, পরকালে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তারা চিন্তিতও হবে না।
এই ভয় না থাকার অর্থ হলো, পরকালে হিসাব-নিকাশের পর যখন তাদের যথাযথ মর্যাদায় জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে তখন সব ধরনের ভয় ও আশঙ্কা থেকে তারা মুক্ত হয়ে যাবে। কোনো কষ্ট তাদের অস্থির করে তুলবে না। কোনো বেদনা তাদের ব্যথিত করবে না। কেননা জান্নাত চিরসুখের ঠিকানা, চিরস্থায়ী নিবাস। আর এটাও সত্য যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যারা জান্নাতে যাবে, তাদের সবাই অনন্ত সুখ ভোগ করবে।
সেই ১০ শ্রেণির মানুষ হলো–
এক. সৎপথের অনুসারীদের কোনো ভয় নেই। ইরশাদ হয়েছে, '...যারা আমার সৎপথের নিদর্শন অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ৩৮)
দুই. যারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী, পরকালে তাদের কোনো ভয় নেই। ইরশাদ হয়েছে, '...যারা আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে পুরস্কার আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ৬২)
তিন. যারা আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবে, তাদের কোনো ভয় নেই। জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামের আলোকে জীবন যাপন করে পরকালে তাদের কোনো ভয় নেই। ইরশাদ হয়েছে, 'হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয়, তার প্রতিফল তার রবের কাছে আছে। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।' (সুরা বাকারা, আয়াত : ১১২)
চার. যারা গোপনে ও নিঃস্বার্থে আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের কোনো ভয় নেই। ইরশাদ হয়েছে, 'যারা আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে অতঃপর ব্যয়ের কথা বলে বেড়ায় না এবং কষ্টও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের রবের কাছে আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৬২)
পাঁচ. যারা প্রকাশ্যে-গোপনে এবং রাতে-দিনে দান-সদকা করে তাদের কোনো ভয় নেই। অর্থাৎ দিনে-রাতে, আলো-অন্ধকারে, প্রকাশ্যে-গোপনে মানুষের সেবা করা পরকালে নির্ভয় থাকার অন্যতম মাধ্যম। ইরশাদ হয়েছে, 'যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে-দিনে গোপনে ও প্রকাশে ব্যয় করে তাদের পুণ্যফল তাদের রবের কাছে আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৭৪)
ছয়. যারা সালাত কায়েম করে এবং জাকাত দেয় পরকালে তাদের কোনো ভয় নেই। ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত দেয় তাদের প্রতিফল তাদের রবের কাছে আছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৭৭)
সাত. যারা নিজেকে সংশোধন করে নেয়, পরকালে তাদের কোনো ভয় নেই। ইরশাদ হয়েছে, '...কেউ ঈমান আনলে এবং নিজেকে সংশোধন করলে তার কোনো ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না।' (সুরা আনআম, আয়াত : ৪৮)
আট. যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে তাদের কোনো ভয় নেই। মুত্তাকি ও খোদাভীরুর পরকালে কোনো ভয় নেই। ইরশাদ হয়েছে, 'অতঃপর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেয় তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।' (সুরা আরাফ, আয়াত : ৩৫)
নয়. আল্লাহর অলিদের কোনো ভয় নেই। 'সব সময় আল্লাহ আমাকে দেখছেন'–এই ধ্যান ও খেয়াল যার মধ্যে কাজ করে, সে-ই আল্লাহর অলি। এমন ব্যক্তিই আল্লাহর খাঁটি বান্দা। ইরশাদ হয়েছে, 'জেনে রেখো! আল্লাহর অলিদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।' (সুরা ইউনুস, আয়াত : ৬২)
দশ. নিজের ঈমান ও বিশ্বাসের ওপর অবিচল ব্যক্তির পরকালে কোনো ভয় নেই। ইরশাদ হয়েছে, 'যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কাছে (মৃত্যুর সময়) অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং তারা বলে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না। আর তোমাদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তার জন্য আনন্দিত হও।' (সুরা হা-মিম সাজদা, আয়াত : ৩০)

মহানবী সা. যেভাবে সাহাবিদের কুরআন শেখাতেন

আবদুল মজিদ মোল্লা

মুসলমানের ধর্মীয় জীবন পরিপালনে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত অপরিহার্য। কেননা কুরআন তিলাওয়াত স্বয়ং ইবাদত এবং তা নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের অংশ। ফকিহ আলেমদের মতে, নামাজ শুদ্ধ হয় এতটুকু পরিমাণ বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা করা ফরজ। আর তা হলো কোনো হরফ বা শব্দ উচ্চারণের সময় এতটুকু বিকৃতি না হওয়া, যাতে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়।
আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ুতি (রহ.) বলেন, 'এ কথা অনস্বীকার্য, উম্মতের জন্য যেভাবে কুরআন বোঝা এবং এর আদেশ-নিষেধ মানা আবশ্যক, ঠিক সেভাবে কুরআনের শব্দ ও অক্ষরগুলো সহিহ-শুদ্ধভাবে পড়া ও উচ্চারণ করাও আবশ্যক; যেভাবে ইলমে কিরাতের ইমামদের মাধ্যমে যুগপরম্পরায় নবীজি থেকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। (আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন : ১/৩৪৬)

তিলাওয়াত বিশুদ্ধ করা আবশ্যক

বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা করা আবশ্যক। কেননা মহান আল্লাহ বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'আর কুরআন তিলাওয়াত করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।
' (সুরা : মুজ্জাম্মিল, আয়াত : ৪)
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'এভাবে আমি অবতীর্ণ করেছি তোমার হৃদয়কে তা দ্বারা মজবুত করার জন্য এবং তা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি।' (সুরা : ফোরকান, আয়াত : ৩২)
উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় আলেমরা বলেন, আয়াতে বর্ণিত 'তারতিল' শব্দ দ্বারা তাজবিদ (কুরআন পাঠের নিয়ম-নীতি) ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান উদ্দেশ্য। আলী ইবনে আবি তালিব রা. বলেন, তারতিল হলো হরফের উচ্চারণ বিশুদ্ধ করা এবং ওয়াকফের নিয়ম জানা। সুতরাং বলা যায়, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ বিশুদ্ধ নিয়মেই তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন।

বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের মানদণ্ড

কুরআনের প্রতিটি শব্দ, বাক্য, এমনকি তার হরকত পর্যন্ত আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত। তাই জিবরাইল আ. ঠিক যেভাবে রাসূলুল্লাহ সা.-কে কুরআন শিখিয়েছেন সেভাবেই তিনি সাহাবিদের শিক্ষা দিয়েছেন। নবীজি সা.-এর শেখানো পদ্ধতিই বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের মানদণ্ড। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কোরো।
অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।' (সুরা : কিয়ামা, আয়াত : ১৭-১৯)
রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন মাজিদ উত্তমরূপে তিলাওয়াত করতে চায়–যেভাবে তা নাজিল হয়েছে, সে যেন ইবনু উম্মে আবদের পাঠ মোতাবেক তিলাওয়াত করে।' (সুনানে ইবনে মাজাহ, আয়াত : ১৩৮)

তিলাওয়াত শেখানো নবীজির দায়িত্ব

কুরআন তিলাওয়াত করা এবং তা শেখানো ছিল নবীজি সা.-এর অন্যতম দায়িত্ব। মহান আল্লাহ এই মর্মে নির্দেশ দেন যে 'তুমি তিলাওয়াত করো কিতাব থেকে, যা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।' (সুরা : আনকাবুত, আয়াত : ৪৫)
আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ কুরআন তিলাওয়াত করার এবং তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার (শেখানোর) নির্দেশ দিয়েছেন। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

রাসূলুল্লাহ সা.-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ সা. সাহাবিদের কুরআন শিখিয়ে আল্লাহর নির্দেশ পালন করেছেন। তিনি কুরআন শিখিয়েছেন এর প্রতিটি শব্দ-বাক্য উচ্চারণসহ এবং অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে। যেমন আনাস রা.-কে নবী সা.-এর 'কিরাআত' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে নবী সা. দীর্ঘ করতেন। এরপর তিনি 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম' তিলাওয়াত করে শোনালেন এবং তিনি বললেন, নবী সা. 'বিসমিল্লাহ', 'আর রহমান', 'আর রাহিম' পড়ার সময় দীর্ঘায়িত করতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫০৪৬)
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সা. আমার হাত তাঁর উভয় হাতের মধ্যে রেখে আমাকে এমনভাবে তাশাহুদ শিখিয়েছেন, যেভাবে তিনি আমাকে কুরআনের সুরা শেখাতেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬২৬৫)

তিলাওয়াত বিশুদ্ধ করার পুরস্কার

পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত বিশুদ্ধ করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। এ কাজে যার চেষ্টা ও শ্রম যত বেশি হবে, আল্লাহর দরবারে তার মর্যাদা তত বেশি হবে।
রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতাদের সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়ার সময় আটকে যায় এবং কষ্ট করে তিলাওয়াত করে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ১৪৫৪)
রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, 'তোমরা সুললিত কণ্ঠে কুরআন পড়ো, কেননা তা কুরআনের সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে দেয়।' (শুআবুল ঈমান, হাদিস : ২১৪১)
সহযোগিতা করা সবার দায়িত্ব
বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শেখার কাজে সহযোগিতা করা এবং শিক্ষার্থীরা যদি শেখার সময় ভুল করে তবে তা শুধরে দেওয়া সবার দায়িত্ব। শিক্ষার্থী যদি এমন কোনো ভুল করে, যার মাধ্যমে অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে তা শুধরে দেওয়া ওয়াজিব। আর যদি অর্থে বিকৃতি না আসে তবে শুধরে দেওয়া মুস্তাহাব ও নৈতিক দায়িত্ব। তবে মনে রাখতে হবে, শিক্ষার্থীকে এমন ভাষায় সতর্ক করা যাবে না, যাতে তার মন ভেঙে যায় বা কুরআন শেখার সাহস হারিয়ে ফেলে। (লিকাউল বাবিল মাফতুহ : ১৪/১০৪)

আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা

তিলাওয়াত বিশুদ্ধ করতে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা আবশ্যক। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতি আল্লাহর ওহি সম্পূর্ণ হওয়ার আগে কুরআন পাঠে তুমি ত্বরা কোরো না এবং বোলো, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কোরো।' (সুরা : তাহা, আয়াত : ১১৪)

কুরআনচর্চা না করার হুঁশিয়ারি

কুরআনের তিলাওয়াত শুদ্ধ হয় না বলে তার চর্চা ছেড়ে দেওয়া নিষিদ্ধ। কেননা মহানবী সা. কুরআন পরিত্যাগকারীদের ব্যাপারে অনুযোগ করে বলেছেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করে।' (সুরা : ফোরকান, আয়াত : ৩০)
উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) লেখেন, 'মক্কার কুরাইশরা কুরআন তিলাওয়াতের সময় শোরগোল ও হৈচৈ করত এবং তা শ্রবণ করত না–এটা কুরআন পরিত্যাগ।
কুরআনের ওপর আমল ছেড়ে দেওয়া এবং তা মুখস্থ না করাও কুরআন পরিত্যাগ। কুরআনের প্রতি ঈমান ত্যাগ করা, তা সত্যায়ন না করা, কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা না করা, কুরআনের আদেশ ও নিষেধ অনুসরণ না করাও কুরআন পরিত্যাগ করা। কুরআনের পরিবর্তে কবিতা, গদ্য, গান, হাসি-কৌতুক, গালগল্প ইত্যাদির প্রতি ঝুঁকে যাওয়াও কুরআন পরিত্যাগ।' (তাফসিরে ইবনে কাসির)
আল্লাহ সবাইকে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের তাওফিক দিন। আমিন।

অন্যের কল্যাণ চাওয়া দ্বিনদারির অংশ

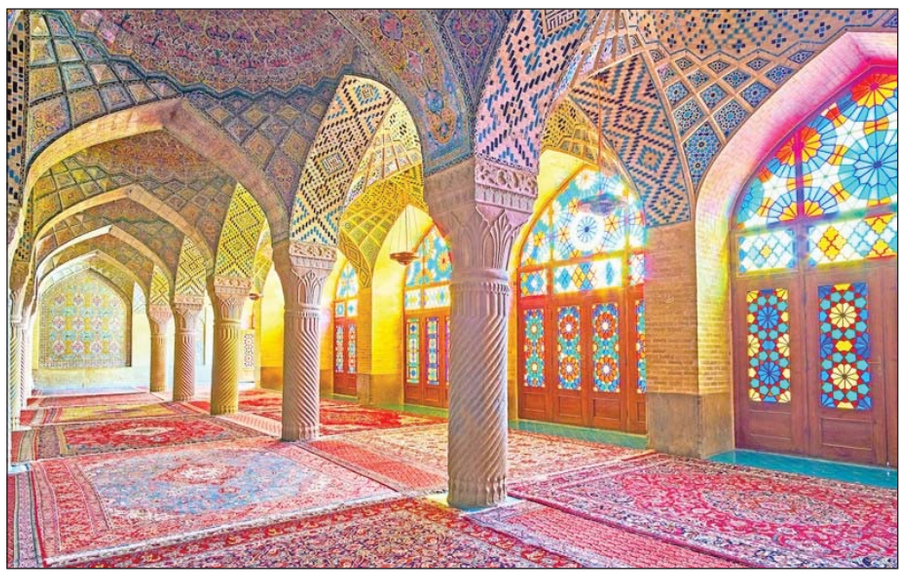

হানিফ আশরাফি

রাসূলুল্লাহ সা. উম্মতের জন্য কল্যাণকামী ছিলেন। তিনি তাঁর উম্মতকে পরস্পর কল্যাণকামী হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বলেছেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল সা.-এর কাছে বায়াত গ্রহণ করেছি নামাজ কায়েম করার, জাকাত প্রদান করার এবং সমস্ত মুসলিমের কল্যাণ কামনা করার।' (বুখারি, হাদিস : ৫৭)
মুমিনের করণীয় হলো অন্য মুমিন ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করা, তাকে অকল্যাণ থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করা।
সাধ্যমতো একে অন্যকে ক্ষতি থেকে বাঁচানো। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ এবং এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। তারা একে অপরের ক্ষতি করা থেকে রক্ষা করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে রক্ষা করে। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯১৮)
কল্যাণকামিতা দ্বিনের অপরিহার্য অংশ।
তামিম দারি রা. বলেন, নবী করিম সা. বলেছেন, দ্বিন হলো নসিহত বা কল্যাণ কামনা। আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বলেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম শাসকদের জন্য এবং আম মুসলমানের জন্য। (আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৪৪)
ইবনু হাজার (রহ.) বলেন, এই হাদিস সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটি দ্বিনের এক-চতুর্থাংশ। (ফাতহুল বারি ১/১৩৮)
আল্লাহর জন্য কল্যাণকামিতার অর্থ যথাসাধ্য আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁর তাসবিহ পাঠ করা।
প্রকাশ্যে-গোপনে সর্বতোভাবে আল্লাহর সমীপে নত থাকা, তাঁর আনুগত্যমূলক কাজের মাধ্যমে তাঁর ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত হওয়া, তাঁর ক্রোধে পতিত হওয়ার ভয়ে তাঁর নাফরমানি থেকে বাঁচা।
আল্লাহর কিতাবের জন্য কল্যাণ কামনার অর্থ আল্লাহর কিতাব শেখা, অন্যদের শেখানো, মুখে উচ্চারণকালে হরফ তাজবিদের নিয়ম মেনে পড়া, লেখার সময় যথানিয়মে লেখা, অর্থ বোঝা, তার সীমা হিফাজত করা, তার বিষয়বস্তু অনুসারে আমল করা,
বাতিলপন্থীদের হাতে কুরআনের রদবদল রোধে ভূমিকা রাখা।
আল্লাহর রাসূলের জন্য কল্যাণ কামনার অর্থ আল্লাহর রাসূলকে সম্মান করা, তাঁর সুন্নাহকে পুনর্জীবিত করা এবং তাঁকে মনে-প্রাণে ভালোবাসা।
মুসলিম শাসকদের কল্যাণ কামনার অর্থ তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে তাদের সাহায্য করা, দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে তাদের সতর্ক করা, তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা, তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকা, তাদের প্রতি যারা ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ায় তাদের প্রতিবাদ করা এবং সম্ভব হলে আপসে মিল করে দেওয়া। তাদের প্রতি সবচেয়ে বড় কল্যাণ করা হবে সুন্দরতম উপায়ে তাদের জুলুম-অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখা।
সাধারণ মুসলমানের কল্যাণ কামনার অর্থ তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে যা যা কল্যাণকর, সেসব বিষয়ে তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া, তাদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা, কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের সাহায্য করা, তাদের দোষ গোপন রাখা, তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা, সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা, তাদের প্রতি দয়া ও করুণা করা, তাদের বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করা, সদুপদেশের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখা, তাদের সঙ্গে প্রতারণা-হিংসা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা।

রোনাল্ডোর চেয়ে গোলে পিছিয়ে ইউরোর ১৬টি দল

আপনজন ডেস্ক: দেশের মাটিতে এটাই কি ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ? সময়ই তা বলে দেবে। তবে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের ইঙ্গিত এমনই।
আভেইরোয় গতকাল রাতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ইউরোর প্রস্তুতি ম্যাচ ৩-০ গোলে জিতেছে পর্তুগাল। জোড়া গোল করেছেন রোনাল্ডো। রয়টার্সের মতে, পর্তুগালের মাটিতে এটাই হতে পারে কিংবদন্তির শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ।
১৮ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সের গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। ৪ মিনিট পরই ফ্রি কিক থেকে বল পোস্টে মারেন রোনাল্ডো। গোল পেয়েছেন বিরতির পর। ৫০ মিনিটে দারুণ এক গোল করে রোনাল্ডো বুঝিয়ে দেন বয়স তাঁর কাছে এখনো স্রেফ সংখ্যা।
মাঝমাঠ থেকে সতীর্থের দূরপাল্লার পাস পেয়ে আয়ারল্যান্ডের এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বাঁ পায়ের দারুণ শটে গোল করেন রোনাল্ডো। ১০ মিনিট পর পেয়ে যান নিজের দ্বিতীয় গোল। পর্তুগালের হয়ে এ নিয়ে ২০৭ ম্যাচে ১৩০ গোল করলেন রোনাল্ডো।
আন্তর্জাতিক ফুটবলে রোনাল্ডোর গোলসংখ্যাই সর্বোচ্চ। তাঁর এই ১৩০ গোলের মহিমা কতখানি, সেটি বুঝিয়ে দেয় 'এক্স' হ্যান্ডল মিস্টারচিপ (অ্যালেক্সিস)-এর জানানো একটি পরিসংখ্যান।
ইউরোয় এবার অংশ নেওয়া ২৪ দলের মধ্যে ১৬টি দলের স্কোয়াড গোলসংখ্যায় রোনাল্ডোর চেয়ে পিছিয়ে। উদাহরণ হিসেবে স্পেনকে টানা যায়। ইউরোয় স্পেনের স্কোয়াডে সুযোগ পাওয়া ২৬ খেলোয়াড়ের মোট গোলসংখ্যা (৯৯) রোনাল্ডোর চেয়ে কম।
রয়টার্স জানিয়েছে, গুঞ্জন চলছে, শুক্রবার থেকে জার্মানিতে শুরু হতে যাওয়া ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ (ইউরো) শেষেই আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টানতে পারেন রোনাল্ডো। এমনকি পেশাদার ফুটবল ছাড়ার সম্ভাবনাও আছে। তবে তাঁর জাতীয় দলের সতীর্থ রুবেন নেভেস মনে করেন, রোনাল্ডোর জাতীয় দলকে দেওয়ার মতো এখনো অনেক কিছুই অবশিষ্ট আছে।
নেভেস বলেন, 'তার সঙ্গে খেলার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আজও (গতকাল) দুটি গোল করল, ইউরোর প্রস্তুতি সে ভালোভাবেই শেষ করল। আমরা সবাই জানি, জাতীয় দলের জন্য সে নিজের ২০০ শতাংশ নিংড়ে দেয়। আমরা আশা করছি, সে আরও গোল করবে।'
ইউরোয় 'এফ' গ্রুপে পর্তুগালের প্রতিপক্ষ তুরস্ক, জর্জিয়া ও চেক প্রজাতন্ত্র। ১৮ জুন লাইপজিগে চেক প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ইউরো অভিযান শুরু করবে ২০১৬ সালে শিরোপাজয়ী পর্তুগাল।

ব্রাজিল এখন আর্জেন্টিনার পেছনে, বললেন রদ্রিগো

আপনজন ডেস্ক: চলছে দিন গণনা। আর মাত্র কয়েকটি দিন পরই শুরু হবে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম আয়োজন কোপা আমেরিকা। দক্ষিণ আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের এ লড়াইয়ে বরাবরের মতো এবারও ফেবারিট ফুটবলের দুই পরাশক্তি ও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। এরই মধ্যে কোপা আমেরিকার শিরোপা কার হাতে উঠতে পারে, তা নিয়ে শুরু হয়ে গেছে নানা জল্পনাকল্পনা।
এ প্রতিযোগিতা সামনে রেখে প্রস্তুত হচ্ছে দুই দলের ভক্তদের লড়াইয়ের মঞ্চ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও, যেখানে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার অন্য এক লড়াইয়ে মেতে উঠবেন দুই দলের ভক্ত-সমর্থকেরাও। এর মধ্যে কোপা আমেরিকা সামনে রেখে নিজেদের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রদ্রিগো। বলেছেন, এই মুহূর্তে ব্রাজিলের চেয়ে আর্জেন্টিনা এগিয়ে থাকলেও ঘুরে দাঁড়ানোর সামর্থ্য আছে ব্রাজিলের। পাশাপাশি যেকোনো টুর্নামেন্টে ব্রাজিল সব সময় ফেবারিট বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
সাম্প্রতিক সময় ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার ফুটবল হেঁটেছে উল্টো পথে। আর্জেন্টিনা যেখানে একের পর এক সাফল্য পেয়েছে, ব্রাজিল একপর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল তলানিতে। কোচ নিয়ে টানাপোড়েন ও মাঠের দুর্দশা কোণঠাসা করে দিয়েছিল ব্রাজিলকে। তবে দরিভাল জুনিয়রের অধীনে নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।
যে পথে কোপা আমেরিকা হতে পারে প্রত্যাবর্তনের দারুণ এক মঞ্চ। আর পরিস্থিতি যেমনই হোক, ব্রাজিল সব সময় ফেবারিট বলে মনে করেন দলটির তারকা ফুটবলার রদ্রিগো। তিনি বলেন, 'প্রতিটি প্রতিযোগিতায়, প্রতিটি ম্যাচে ব্রাজিল সব সময় ফেবারিট।' তবে বর্তমান সময়ে ব্রাজিল যে আর্জেন্টিনার চেয়ে পিছিয়ে আছে, তা-ও মেনে নিয়েছেন তিনি, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা আর্জেন্টিনার পেছনে আছি। তারা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়নও।'
তবে পরিস্থিতি বদলাতে দৃঢ়প্রত্যয়ী এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা, 'পরিস্থিতি বদলানোর সামর্থ্য আমাদের আছে। ব্রাজিলকে আবারও দক্ষিণ আমেরিকা এবং বিশ্বের সেরা দল বানানো সম্ভব।'
২১ জুন কানাডার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে কোপা আমেরিকা ধরে রাখার মিশন শুরু করবে আর্জেন্টিনা। ২৬ জুন চিলির বিপক্ষে এবং ৩০ জুন পেরুর বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের বাকি ম্যাচ দুটি খেলবে প্রতিযোগিতার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। অন্য দিকে ব্রাজিল নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলবে ২৫ জুন, কোস্টারিকার বিপক্ষে। এরপর প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ২৯ জুন এবং ৩ জুলাই কলম্বিয়ার বিপক্ষে পরের দুটি ম্যাচ খেলবে তারা।

১ রান করতে ১৭ বল, নামিবিয়া অধিনায়কের বিশ্ব রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব রেকর্ড তো কতভাবেই হয়। বিশ্বকাপের মঞ্চে বিশ্ব রেকর্ড হলে তা আরও বেশি আলোচনার জন্ম দেয়। তবে নামিবিয়ার অধিনায়ক গেরহার্ড এরাসমাস যা করলেন, নিশ্চিতভাবেই তা চাননি।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজ সকালে অ্যান্টিগায় অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয়েছে নামিবিয়া। আফ্রিকার দেশটির দেওয়া ৭৩ রানে লক্ষ্য ৯ উইকেট ও ৮৬ বল বাকি থাকতেই টপকে গিয়ে 'বি' গ্রুপ থেকে সবার আগে সুপার এইট পর্বে পৌঁছে গেছে অস্ট্রেলিয়া।
টস হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ইনিংসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধুঁকেছে নামিবিয়া। চারে নেমে যা একটু লড়াই করেছেন অধিনায়ক এরাসমাসই। তাঁর ৪৩ বলে ৩৬ রানের ইনিংসটাই দলীয় সংগ্রহকে ৭২-এ নিয়ে গেছে। মানে, দলের ৫০% রান একাই করেছেন।
এই ইনিংস খেলার পথেই প্রথম রান করতে গিয়ে ১৭ বল লেগেছে এরাসমাসের, যা এখন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে বিশ্ব রেকর্ড। এই সংস্করণে প্রথম রান নিতে এর আগে কোনো ব্যাটসম্যানকে এত বল খেলতে হয়নি।
১৭ বল খেলে প্রথম রান করা এরাসমাস ভেঙেছেন ১৭ বছর আগের বিশ্ব রেকর্ড। ২০০৭ সালে চার জাতির টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম রান করতে গিয়ে ১৬ বল খেলতে হয়েছিল কেনিয়ার তন্ময় মিশ্রর। স্বাগতিক কেনিয়া, পাকিস্তানের সঙ্গে সেই সিরিজে খেলেছিল বাংলাদেশ ও উগান্ডা। উগান্ডার তখন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির মর্যাদা ছিল না।
আজ নামিবিয়া ইনিংসের নবম ওভারে অ্যাডাম জাম্পার বলে গেরহার্ড এরাসমাস যখন নিজের প্রথম রানটি করেন, তখন মাঠে খেলা দেখতে আসা গুটিকয়েক দর্শক করতালি ও হর্ষধ্বনি দেন। এরাসমাস সে সময় মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন।
নিজের খেলা ১৭তম বলে প্রথম রান করে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন কি না, সেটি তাৎক্ষণিকভাবে জানতে না পারলেও যথেষ্ট বল যে 'গিলে ফেলেছেন', তা ঠিকই বুঝতে পেরেছেন নামিবিয়া অধিনায়ক।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা সুপার এইটে, অন্যদের কী করতে হবে

আপনজন ডেস্ক: ২০ দলের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। প্রথম পর্ব পেরিয়ে আটটি দল উঠবে সুপার এইটে। আট দলের দুটিকে পেয়ে গেছে সুপার এইট পর্ব। আজ নামিবিয়াকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া উঠে গেছে সুপার এইটে। শ্রীলঙ্কা-নেপাল ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবেই সুপার এইটে উঠেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

গ্রুপ 'ডি'

বাংলাদেশ
ম্যাচ বাকি: নেদারল্যান্ডস (১৩ জুন, সেন্ট ভিনসেন্ট) ও নেপাল (১৭ জুন, সেন্ট ভিনসেন্ট)।
• শেষ দুই ম্যাচে ডাচ ও নেপালিদের হারালেই সুপার এইটে উঠে যাবে বাংলাদেশ।
• শেষ দুই ম্যাচের একটিতে জিতলে তাকিয়ে থাকতে হবে গ্রুপের অন্য ম্যাচগুলোর ফলের দিকে।
• দুটি ম্যাচই হেরে গেলে বাদ পড়ে যাবে বাংলাদেশ।

দক্ষিণ আফ্রিকা
ম্যাচ বাকি: নেপাল (১৫ জুন, সেন্ট ভিনসেন্ট)
• সুপার এইটে উঠে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

নেদারল্যান্ডস
ম্যাচ বাকি: বাংলাদেশ (১৩ জুন, সেন্ট ভিনসেন্ট) ও শ্রীলঙ্কা (১৭ জুন, সেন্ট লুসিয়া)
• শেষ দুই ম্যাচ জিতলেই সুপার এইটে চলে যাবে ডাচরা।
• একটি ম্যাচ জিতলে গ্রুপের অন্য ম্যাচগুলোর ফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

শ্রীলঙ্কা
ম্যাচ বাকি: নেদারল্যান্ড (১৭ জুন, সেন্ট লুসিয়া)
•বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস ম্যাচে বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত না হলেই বাদ লঙ্কানরা।

নেপাল
ম্যাচ বাকি: শ্রীলঙ্কা (১২ জুন, লডারহিল), দক্ষিণ আফ্রিকা (১৫ জুন, সেন্ট ভিনসেন্ট), বাংলাদেশ (১৭ জুন, সেন্ট ভিনসেন্ট)
• সুপার এইটে উঠতে শেষ তিন ম্যাচের অন্তত দুটিতে জিততে হবে নেপালিদের।

গ্রুপ 'এ'

ভারত
ম্যাচ বাকি: যুক্তরাষ্ট্র (১২ জুন, নিউইয়র্ক), কানাডা (১৫ জুন, লডারহিল)
• আর একটি ম্যাচ জিতলেই সুপার এইট নিশ্চিত ভারতের।
• শেষ দুই ম্যাচ হেরে গেলেও শ্রেয়তর নেট রান রেটে শেষ আটে উঠে যেতে পারে ভারত।
• ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচ পরিত্যক্ত হলে দুদলই উঠে যাবে সুপার এইটে।

যুক্তরাষ্ট্র
ম্যাচ বাকি: ভারত (১২ জুন, নিউইয়র্ক), আয়ারল্যান্ড (১৪ জুন, লডারহিল)
• আর একটি ম্যাচ জিতলেই সুপার এইট নিশ্চিত যুক্তরাষ্ট্রের।
• শেষ দুই ম্যাচ হেরে গেলেও শ্রেয়তর নেট রান রেটে শেষ আটে উঠে যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্র।
• ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচ পরিত্যক্ত হলে দুদলই উঠে যাবে সুপার এইটে।

কানাডা
ম্যাচ বাকি: ভারত (১৫ জুন, লডারহিল)
• ভাগ্য নিজেদের হাতে নেই। শেষ ম্যাচে ভারতকে হারালেও হয়তো বাদ পড়ে যাবে।

পাকিস্তান
ম্যাচ বাকি: আয়ারল্যান্ড (১৬ জুন, লডারহিল)
• সুপার এইটে ওঠার নাটাই নিজেদের হাতে নেই পাকিস্তানের।
• ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র-দুটি দলই আর একটি করে ম্যাচ জিতলেই বাদ পড়বে পাকিস্তান। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচটি পরিত্যক্ত হলেও বাদ পাকিস্তান।
· ভারত বা যুক্তরাষ্ট্র, দুই দলের যে কোনো একটি শেষ দুই ম্যাচেই হারলেই শুধু আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে নেট রান রেটের হিসেবে সুপার এইটে ওঠার কাগুজে সম্ভাবনা আছে পাকিস্তানের। নেট রান রেটে অবশ্য দুই দলের চেয়েই অনেক পিছিয়ে পাকিস্তান। ভারত যুক্তরাষ্ট্রকে বড় ব্যবধানে হারালেই শুধু নেট রান রেটে যুক্তরাষ্ট্রকে টপকানো সম্ভব পাকিস্তানের।

আয়ারল্যান্ড
ম্যাচ বাকি: যুক্তরাষ্ট্র (১৪ জুন, লডারহিল), পাকিস্তান (১৬ জুন)
• সুপার এইটে উঠতে আয়ারল্যান্ডকে দুই ম্যাচ জিততে হবে ও নেট রান রেটের হিসাব করতে হবে।
• ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র-দুটি দলই আর একটি করে ম্যাচ জিতলেই বাদ পড়বে পাকিস্তান। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচটি পরিত্যক্ত হলেও বাদ পাকিস্তান।

গ্রুপ 'বি'

অস্ট্রেলিয়া
ম্যাচ বাকি: স্কটল্যান্ড (১৬ জুন, সেন্ট লুসিয়া)
• সুপার এইটে উঠে গেছে অস্ট্রেলিয়া।

স্কটল্যান্ড
ম্যাচ বাকি: অস্ট্রেলিয়া (১৬ জুন, সেন্ট লুসিয়া)
• শেষ ম্যাচটি জিতলে তো কথাই নেই স্কটল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেও সুপার এইটে উঠতে পারে।

নামিবিয়া
ম্যাচ বাকি: ইংল্যান্ড (১৫ জুন, অ্যান্টিগা)
• বাদ পড়ে গেছে

ইংল্যান্ড
ম্যাচ বাকি: ওমান (১৪ জুন, অ্যান্টিগা), নামিবিয়া (১৫ জুন)
• অস্ট্রেলিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে ইংল্যান্ডকে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীরা যেন শেষ ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে হারায় সেই আশায় থাকতে হবে ইংলিশদের। স্কটিশরা শেষ ম্যাচে হারলেই শুধু ইংল্যান্ডের সুযোগ থাকবে সুপার এইটে ওঠার।
• ওমান ও নামিবিয়াকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে নেট রান রেট বাড়াতে হবে ইংলিশদের।

ওমান
ম্যাচ বাকি: ইংল্যান্ড (১৪ জুন, অ্যান্টিগা)
• টানা তিন ম্যাচ হেরে বাদ পড়ে গেছে ওমান।

গ্রুপ 'সি'

আফগানিস্তান
ম্যাচ বাকি: পাপুয়া নিউগিনি (১৪ জুন, ত্রিনিদাদ), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১৮ জুন, সেন্ট লুসিয়া)
• শেষ দুই ম্যাচে আফগানিস্তানে একটি জয় দরকার।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ
ম্যাচ বাকি: নিউজিল্যান্ড (১৩ জুন, ত্রিনিদাদ), আফগানিস্তান (১৮ জুন)
• পরের ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হারালেই সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

নিউজিল্যান্ড
ম্যাচ বাকি: ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১৩ জুন, ত্রিনিদাদ), উগান্ডা (১৫ জুন, ত্রিনিদাদ), পাপুয়া নিউগিনি (১৭ জুন)
• শেষ তিন ম্যাচের অন্তত দুটিতে জিততে হবে নিউজিল্যান্ডকে।

উগান্ডা
ম্যাচ বাকি: নিউজিল্যান্ড (১৫ জুন, ত্রিনিদাদ)
• নিউজিল্যান্ডকে হারালেও সুপার এইটে ওঠার সম্ভাবনা খুবই কম।

পাপুয়া নিউগিনি
ম্যাচ বাকি: আফগানিস্তান (১৪ জুন, ত্রিনিদাদ), নিউজিল্যান্ড (১৭ জুন)
• শেষ দুই ম্যাচ তো জিততে হবেই, গ্রুপের অন্য সব ম্যাচের ফলও আসতে হবে পক্ষে।

২০২৪ বিশ্বকাপের দল পরিচিতি

উগান্ডা: হলুদ-উৎসব হবে কি

আপনজন ডেস্ক: উগান্ডাকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'ট্রল' হয় নিয়মিত, বাংলাদেশের মানুষও কথায় কথায় উগান্ডার তুলনা টানে। সেই উগান্ডাই টেস্ট খেলুড়ে জিম্বাবুয়ে ও একসময়ের চমক-জাগানিয়া দল কেনিয়াকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে।
অধিনায়ক ব্রায়ান মাসাবা বেশ অভিজ্ঞ। বিশ্বকাপের আগে আয়ারল্যান্ড সিরিজে পাকিস্তানের বাবর আজম রেকর্ডটা ভেঙে দেওয়ার আগে তিনিই ছিলেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি জয়ে নেতৃত্ব দেওয়া অধিনায়ক। মিডিয়াম পেসের সঙ্গে লেগ স্পিনও করেন মাসাবা, এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দিতে যাওয়া একমাত্র বিশেষজ্ঞ বোলার তিনিই। দলে পাঁচজন ভারতীয় ও পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত খেলোয়াড় আছেন। সম্প্রতি প্রধান কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভারত নারী দলের সাবেক ফিল্ডিং কোচ অভয় শর্মাকে। দলে সবচেয়ে বড় চমক ৪৩ বছর বয়সী ফ্র্যাঙ্ক এনসুবুগা। বাঁহাতি এই অফস্পিন অলরাউন্ডারই এবারের আসরে সবচেয়ে বেশি বয়সী ক্রিকেটার। ১৯৯৭ সালে আইসিসি ট্রফিতেও খেলেছিলেন এনসুবুগা। দলে জায়গা হয়েছে এনসুবুগার ছোট ভাই রজার মুকাসারও।
রিয়াজাত আলী শাহ ও দিনেশ নাকরানি লোয়ার অর্ডারে ব্যাট হাতে ঝড় তুলতে পারেন। তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রান করতে পারেন তরুণ জুমা মিয়াজিও। ২১ বছর বয়সী মিয়াজি দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়। তবে উগান্ডা বিশ্বকাপে চমক উপহার দিতে চাইলে অলরাউন্ডার আলপেশ রমজানি ও বাঁহাতি স্পিনার হেনরি সেনিওন্দোর কাছ থেকে বড় কিছুর প্রত্যাশায় থাকবে।

স্কোয়াড

ব্রায়ান মাসাবা
অধিনায়ক; মিশ্র অ্যাকশন বোলার
সাইমন সেসাজি
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
রজার মুকাসা
ব্যাটসম্যান
কসমাস কিয়েউতা
পেসার
দিনেশ নাকরানি
অলরাউন্ডার
ফ্রেড আচেলাম
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
কেনেথ ওয়াসোয়া
অলরাউন্ডার
আলপেশ রামজানি
অলরাউন্ডার
ফ্র্যাঙ্ক এনসুবুগা
অলরাউন্ডার
হেনরি সেনিওন্দো
বাঁহাতি স্পিনার
বিলাল হাসুন
পেসার
রবিনসন ওবুয়া
ব্যাটসম্যান
রিয়াজাত আলী শাহ
ব্যাটিং অলরাউন্ডার
জুমা মিয়াজি
পেসার
রোনাক প্যাটেল
ব্যাটসম্যান

টেন হাগ থাকছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে

আপনজন ডেস্ক: সব জল্পনা-কল্পনা উড়িয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে থেকে যাচ্ছেন এরিক টেন হাগ। ক্লাবটির পর্যালোনা পরিষদ সভা শেষে এই ডাচ কোচকে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। টেন হাগের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা হওয়ায় তার সঙ্গে চুক্তি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাবটি।
গত মৌসুমে মাঠের পারফরম্যান্সে বাজে সময় কাটিয়েছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।
প্রিমিয়ার লিগে অষ্টম স্থানে থেকে শেষ করে রেড ডেভিলরা। লিগে হেরেছে রেকর্ড ১৪টি ম্যাচ। ১৯৬২-৬২ মৌসুমের পর এটাই তাদের সবচেয়ে বাজে মৌসুম।
এরপরই টেন হাগের চাকরি নিয়ে শুরু হয় টানাটানি।
খবর আসে, তাঁর সঙ্গে আর চুক্তি বাড়াবে না ম্যানইউ। কিন্তু সবকিছু ঘুরে গেছে এফএ কাপের শিরোপা জেতার পর। ম্যানচেস্টার সিটিকে ২-১ গোলে হারিয়ে মৌসুম শেষ করে ট্রফি উঁচিয়ে ধরে। তাতেই টেন হাগের ওপর আস্থা ফিরে পেয়েছে ইংলিশ ক্লাবটি।

আলহামদুলিল্লাহ গত উনিশ থেকে মাদ্রাসায় কুরবানীর খিদমত-এর ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এ বছরেও কুরবানীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সমস্ত ভাইয়েরা অসুবিধার কারণে কুরবানী করিতে পারবেন না, তাহারা আমাদের মাদ্রাসায় কুরবানী করিতে পারবেন।
১) একভাগ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা, পুরো ১৪,০০০/-
২) একভাগ ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা
পুরো কুরবানী ২১,০০০/- (একুশ হাজার) টাকা।
কুরবানীর পরে কুরবানীর মাংস গরিব মানুষদের মধ্যে বিতরণ করা হয় ও মাদ্রাসার ছাত্রদের দেওয়া হয়।
টাকা পাঠাতে হবে নিম্নোক্ত ব্যাক অ্যাকাউন্টে
DARUL ULOOM TAJWEDUL QURAN
SBI AC No. 31095623661, IFSC: SBIN0001451
সভাপতি: মুফতি লিয়াকাত সাহেব ও হাজী ইউসুফ মোল্লা
সম্পাদক: মাওলানা ইমাম হোসেন মাযাহেরী, হাজী আব্দুল্লাহ সাহেব।
ফোন নং- 9830401057
দারুল উলুম তাজবিদুল কুরআন
পোস্ট- চৌহাটি, থানা- সোনারপুর, কলকাতা-১৪৯

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**